"বাংলা কবিতা ডট কম" কবিতার আসরের সকল কবি, পাঠক, শুভানুধ্যায়ী এবং সর্বপরি শুক্কেয় এডমিন মহাশয়ের প্রতি শারদ শুভেচ্ছা জানিয়ে .PDF বই প্রকাশ।

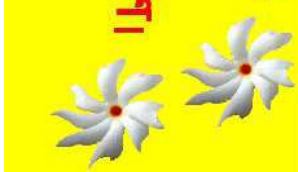

বাংলা কবিতা

উৎসবে মাতি
১৪২৩

সম্পাদনাঃ- সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়

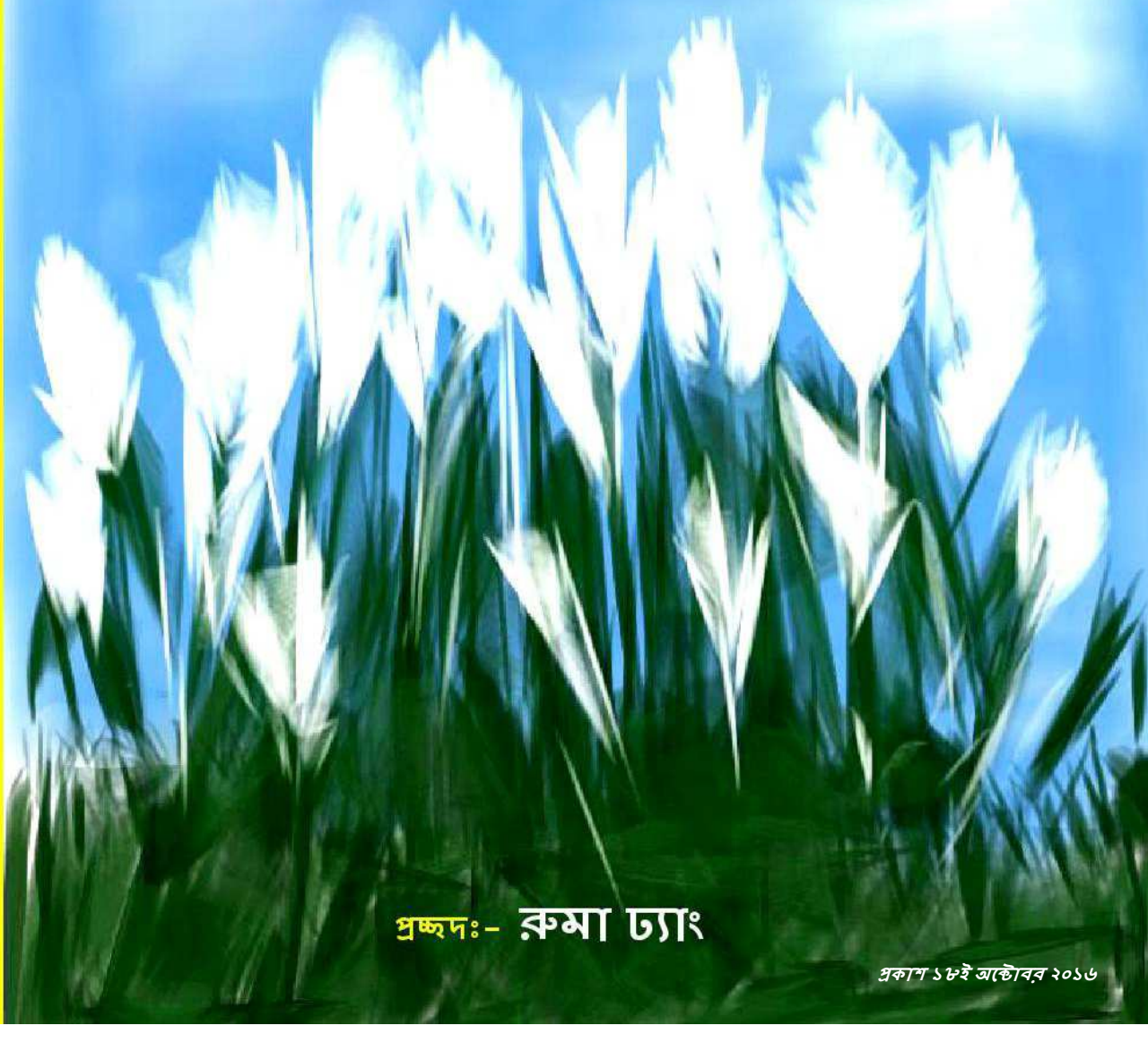

প্রচ্ছদঃ- রুমা ঢ্যাং

প্রকাশ ১৮ই অক্টোবর ২০১৬

বাংলা কবিতা

উৎসবে মাতি

বাংলা কবিতা ডটকম ওয়েবসাইটের সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত ও সম্পাদিত
বিষয় ভিত্তিক বাংলা সাহিত্য E-পত্রিকা (শারদ সংখ্যা)

উৎসবে মাতি

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** – সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায় (২)
- **শ্রদ্ধার্ঘ্য –** আজাদ বাঙালি ও শ. ম. শহীদ (৩)
- **কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন –** সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায় (৪)
- **"উৎসবে মাতি" সম্পর্কিত আলোকপাত সমূহ**

মোঃ ফিরোজ হোসেন, বিভাংশু মাইতি,
সৌমেন চৌধুরী (৫)
কবীর হুমায়ূন, সঞ্জয় মাইতি (৬)
প্রনব মজুমদার, অরূপ গোস্বামী (৭)

- **সহযোগী কবিদের কবিতা সমূহ -**

উৎসবে মাতি - *কবীর হুমায়ূন*
এসেছে মা - *কল্লোল বেপারী* (৮)
মহা উৎসব - *শাহীন আহমদ রেজা*
উৎসব হোক সার্বজনীন - *খান লোকনাথী (হিরণ্ময় কবি)*
আগমনী - *রক্তিম (অসিত রায়)* (৯)
আনন্দময়ীর আগমন - *প্রবীর চ্যাটার্জী*
পাড়ার দুর্গাপূজা - *সৌমেন চৌধুরী*
মা - *গোলাম রহমান* (১০)
পথশিশু - *অনন্ত গোস্বামী*
মহা-উৎসব - *খলিলুর রহমান* (১১)
মহোৎসবে বিশ্ব উঠুক ভরে - *অনুপ মজুমদার*
এসো মা এসো - *স্বড়ানন ঘোষ (উদাসী কবি)* (১২)
শরদিন্দু - *উজ্জ্বল সরদার* (১৩)
কবি মাতে বিশ্বজনীন উৎসবে - *মোঃ সানাউল্লাহ্*
ব্যথিত শিউলি - *শৈলেন চৌনী*
শেখালে তুমি - *রাবেয়া রাহীম* (১৪)
আবেদন - *অজিত কুমার কর*
ভ্রাতৃত্বের নতুন প্রভাত - *আল মামুন*
শরতে চাইছি আমি - *সোমাদ্রি* (১৫)
উৎসবে মাতি - *দিব্যেন্দু সরকার*
পূজা এলে - *মৃন্ময় কবি*
মায়ের পুজো - *পলাশ দেব নাথ* (১৬)
এসো হে-মিলনে - *শ্রী সঞ্জয় মাইতি*
মাতার মাত্রা - *সুমিত্র দত্ত রায়* (১৭)
উৎসবের আঙিনায় - *জয়শ্রী রায়*
পরিহাস - *অর্জুন রায় (নব-লিপিকার)*
অনুরণন - *পরিতোষ ভৌমিক (অমায়িক কবি)* (১৮)
উৎসবে মাতি - *সোমালী নিরঝরা (মৃণালিনী)*
সার্বজনীন উৎসবে - *নূরুল ইসলাম*
উৎসব - *সাবলীল মনির* (১৯)
শারদোৎসবের আগমনী বার্তা - *অনুপম মণ্ডল*
উৎসবের রোশনাই - *শ্রাবনী সিংহ*
উৎসবে অধিকার - *স্বপন গায়েন(উদয়ন কবি)* (২০)

শ্রোতব্য-জ্ঞান ও দশপ্রহরণধারিণী
- *মোঃহাফিজুর রহমান বিপ্লব (ইখার)(অতিরঞ্জন)*
শরতের রঙ - *মোনায়েম সাহিত্য* (২১)
বোধন - *সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায় (পীযূষ কবি)* (২২)
পূজো আসছে - *লক্ষ্মণ ভাণ্ডারী* (২৩)
অষ্টমীর চাঁদ - *রিঙ্কু রায় (আবৃত্তিকার)* (২৪-২৫)
পরমোৎসব - *অদিতি চক্রবর্তী (অনিন্দিতা)* (২৫)
আগমনী - *দীপঙ্কর বেরা*
নগ্ন শারদীয়া - *ড. সুজিতকুমার বিশ্বাস*
দুগ্গা মা - *অরূপ গোস্বামী* (২৬)
আগমনীর অপেক্ষায় - *সমরেশ সুবোধ পড়্যা*
এসো এ ধরিত্রীর সমতল উৎসবে - *মোঃফিরোজ হোসেন*
তবে চন্দন ধুপ - *বালুচর* (২৭)
আমার উঠোন ছুঁয়ে যেও মা - *শ্রীতরুণ*
দূর্গোৎসব - *রুনা লায়লা* (২৮)
শরতের উৎসব - *যোগেশ বিশ্বাস*
শারদ প্রণাম - *হরষিত দেবনাথ* (২৯)
আজ আর থীম প্যান্ডেলে নয় - *আন্তরিক*
দুষ নিবিনা - *মল্লিকা রায়* (৩০)
দেখেছি শুধুই শুভ্রতা - *পি.কে. বিক্রম*
ঝলমলে সোনারোদ - *অমিতাভ শূর* (৩১)
দুগ্গোৎসব - *মৌমিতা মজুমদার* (৩২)
আগমনী বার্তা - *পৌলমী মুখার্জী*
নিত্যদিনের ব্যবধানে শারদোৎসব- *রুমা ঢ্যাং*
প্রণতি - *বিভাংশু মাইতি* (৩৩)
বাংলার পুজো - *মৌটুসি মিত্র গুহ*
একটি কবিতা আসছে - *মৌলিক মজুমদার* (৩৪)
মা দূর্গার সাথে ফোনালাপ - *সৌমিত্র দে*
আগমনের শারদীয়তা - *মোঃআবুল কালাম আজাদ* (৩৫)
উৎসবে মেতেছি আজ - *অতনু দত্ত*
পুজোর মাতন - *হরেকৃষ্ণ দে* (৩৬)
দূর্গতি অবিনাশ - *আরশাদ ইমাম*
আবাহন - *দীপঙ্কর* (৩৭)
উৎসবের দিনগুলো - *পলাশী মাল*
শরৎ - *পল্লব চৌধুরী* (৩৮)

- **স্বজন কবিদের কবিতা সমূহ -**

দেবী মায়ের প্রতি - *শিমুল শুভ্র (উদ্যমী কবি),*
দূর্গা - *ফয়েজ উল্লাহ রবি,* মাতাল সুখ - *পল্লব,*
এই পুজোতে - অজিতেশ নাগ, এই আকাশে দুগ্গা পুজো
- দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, হেমন্তের কোলে শরৎ শেফালিকা
- *অনিরুদ্ধ বুলবুল,* বিসর্জন - *তানজিলা ইয়াসমিন (পূরবী কবি),*
অকাল বোধন - *স্বপন কুমার মজুমদার,* শারদ গীতি - *সহিদুল হক,*
অন্য নারী- *মিমি,* খুশির পুজো - *সুখেন্দু মাইতি (বিনোদ কবি),*
জাগো মা- *তপন দাস,* নিঃসঙ্গ ঈশ্বর - *প্রনব মজুমদার,*
দুর্গতিনাশিনী - সুবীর কাশ্মীর পেরেরা, শুভ্রতার শরৎকাল - *সুহেল ইবনে ইসহাক,* সুর-অসুর - *বিভূতি দাস,* অশ্রুতে পূজা - *গৌরাঙ্গ সুন্দর পাত্র,* বিজয়ার দিনে - *মিতা চ্যাটার্জী* (৪০-৪৬)

- **আগামী দিনের কাব্য ভাবনা**–*সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়* (৪৭)

সম্পাদকীয়

শরতের শিউলি আর সাদা মেঘের ভেলায় চড়ে আসে শারদীয়া উৎসব। দেবী দুর্গার বোধনের সাথে সাথে চতুর্দিকে আনন্দের আয়োজন, সাজো সাজো রব। সমাজের অন্যায়, অবিচার, অশুভ ও অসুর শক্তি দমন আর শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দুর্গা পূজার আয়োজন করি আমরা। পরস্পর মেতে উঠি সহমর্মিতা এবং ঐক্যের বন্ধনে। দুর্গা পূজা শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসব নয়, এটি একটি সর্বজনীন উৎসব অর্থাৎ সকল জাতপাতের উর্দ্ধে এ এক মহামিলন ক্ষেত্র। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয় নানা অনুষ্ঠান। যেমন – বস্ত্র বিতরণ, স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির, দুস্থ ও কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মাণিক অর্পণ, দরিদ্র নারায়ণ সেবা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং তার সাথে অবশ্যই থাকে শারদীয়া পত্রিকা প্রকাশ। এই সকল অনুষ্ঠানে থাকে না কোনরকম বৈষম্য, থাকে শুধু মিলনের মহানন্দ!

দেবী দুর্গা মাতা সর্ব জীবেই বিরাজ করে জীবের দুর্গতি নাশ করেন বলেই তাঁর নাম দুর্গা। পৃথিবীতে অন্যায়-অত্যাচার, পাপিষ্ঠাদের রুখে দিয়ে শোষকের হাত থেকে শোষিতদের উদ্ধার করতে, সত্যকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠা করতেই এই মহাশক্তির আরাধনা আজ বড় বেশি প্রয়োজন। আজ দিকে দিকে অন্যায়-অত্যাচার শহস্র গুণ বেড়ে গেছে, দেবী তাঁর অস্ত্রের আঘাতে সকল পাপ ধ্বংস করতে আবির্ভূতা হয়েছেন বার বার। সকলই তাঁর সন্তান, কিন্তু কেউ কেউ সুসন্তান আর কেউ কেউ কুসন্তান। দেবী অস্ত্রের আঘাত আনতে আর পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করতে পাপের বিনাশে তাঁর অস্ত্র চিনে নেবে পাপীদের, বার বার তিনি আবির্ভূতা হবেন মহাশক্তি রূপে মানবের মাঝে মানব কল্যাণে।

তাই আজ আমরাও এগিয়ে এসেছি, ধরেছি কলম। আমরাও মেতে উঠেছি মহাউৎসবে। মেতে উঠেছি আনন্দে, সকল কুসংস্কার, সকল বাঁধা ছিন্ন করে, সকল অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে, সকল জাতপাতের উর্দ্ধে উন্নতশীরে বাহু বন্ধনে মিলিত হয়ে উৎসবকে করবো মহাউৎসব।

– *সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়*

শ্রদ্ধার্ঘ্য

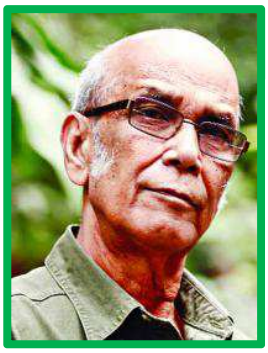

সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক সম্পর্কে কলমে লিখে যেমন শেষ করা যাবেনা তেমন লেখা লিখেও তাঁকে শ্রদ্ধায় তুলে ধরা যাবে না। তাঁকে তুলে ধরতে হবে আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতির মূল শিখর থেকে। তিনি এমন একজন সাহিত্যিক যিনি আপন গুনে বাংলার সাহিত্য বৃক্ষে ডালপালায়, ফুলে-ফলে ছত্রীয়। সাহিত্যাকাশে যে তাঁর দক্ষ বিচরণ ছিল তা দীর্ঘ ৮১ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসলগুলো প্রমাণ করে দেয়। এই ক্ষনজন্মা লেখক এমনভাবে তাড়াতাড়ি কেন বিদায় নিতে গেলেন সাহিত্যাকাশ থেকে! সাহিত্যাকাশতো আজ মলিন তাঁর বিদায়ে। আমরা যারা সাহিত্য চর্চা করি, শুধু তারা নই আজ তাঁর বিদায়ে শোকাহত বাংলার প্রতিটি স্তর, প্রতিটি সাহিত্যকণা। তিনি মানুষরূপী হলেও আমি তাঁকে একটি পূর্ণ ইতিহাস বা কালের সাক্ষী হিসেবে মনে করি। ভারতবর্ষের, এক সময়কার পূর্ব-বাংলার, ভাষা আন্দোলনের, স্বাধীনতা যুদ্ধের, এমনকি যুদ্ধ পরবর্তী নানা দুর্দশা দুর্ভিক্ষগ্রস্ত বাংলার এক একটি বাস্তব ইতিহাস ছিলেন আমাদের এই শ্রদ্ধার্ঘ্য। সাহিত্যের সকল শাখায় এমন নিপুন হাতের অধিকারী ক'জনইবা জন্মায়। এমন ব্যক্তিত্বের জন্ম যে কত পূর্ণতা নিয়ে আসে একটি দেশ, একটি জাতীর জন্য তা আজ কিছুটা হলেও ধীরে ধীরে আমাদের সাহিত্য জগৎ অনুভব করতে পারবে। তাঁর জীবনের সমস্ত কীর্তি এবং অর্জিত ফসলের স্বীকৃতি স্বরূপ বিভিন্ন পুরষ্কার ও সম্মান তাঁকে অনেক উর্ধ্বে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। তারপরও তাঁর জীবনের সমস্ত কীর্তি যেন আমরা সম্মানের সাথে বাঁচিয়ে রাখতে পারি এটাই আমার সংক্ষিপ্ত শ্রদ্ধার্ঘ্যের কাম্য ও অনুরোধ।

– *আজাদ বাঙালি*

জেগে থাকো

- শ.ম. শহীদ

(প্রয়াত কবি সৈয়দ শামসুল হক-এর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি)

আমি এসেছিলাম...
অতঃপর এক সমুদ্র শোকে নেয়ে
বিস্তৃর্ণ সৈকত পেরিয়ে, থমকে দাঁড়ালাম।

আহা...
কে কই আছো! দেখে যাও
গোধূলীর সমস্ত রঙ কেমন ঢেকে যাচ্ছে
অযাচিত রাতের কৃষ্ণ প্রবাহে!
কেমন বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে
সবুজের সমস্ত আয়োজন!
পাখিরা তো আগেই ফিরে গেছে-
নিঃস্তব্ধ আবাসনে!

সৌভাগ্যের কপাট খুলে-
উড়ে এলো একটি জোনাকী তার-
সবটুকু সমর্থ নিয়ে,
আলোকিত করতে চাইলো চারপাশে
জেঁকেবসা অন্ধকার!
আমি বিস্মিত, হতবাক!
ক্ষুদ্রপ্রাণ অথচ...

ক্ষণিক পরে এক দমকা বাতাস এসে বললো-
"প্রকৃতি অসীম দয়াময়,
স্বপ্ন মুছে ফেলোনা, জেগে থাকো,
অতন্দ্র প্রহরীর মতো, আঁধার কেটে
আবারও আসবে সোনালী সকাল!
ফুটবে ফুল, জুটবে অলি,
মুখোরিত হবে বসুন্ধরা
বিহঙ্গের কলকাকলিতে!"

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

হলেও আমরা শখের কবি তবুও সময়ের সাথেই পথ চলি। এই পথ চলতে চলতে কত স্বপ্ন দেখি ! তেমনি ভাবেই আমিও বাংলা কবিতা ডট কমের পাতায় পাতায় বিচরণ করতে করতে খুঁজে পেলাম সার্থক স্বপ্নের পূর্বাভাষ। কবিরা সময়ের কথা ও কাহিনী নিয়ে লেখেন তাঁদের কাব্য যা কিনা সমাজ দর্পন। তাই শারদীয়া ও উৎসবকে মনে রেখে আয়োজন করেছি "উৎসবে মাতি"। আসরে থেকে অভূতপূর্ব সাড়া পেলাম, পেলাম সহযোগীতা, পেলাম সহমর্মিতা। সমষ্ঠিগত ভাবে সৃষ্টি করলাম "উৎসবে মাতি"।

আপনাদের অকুন্ঠ সহযোগীতা আর ভালবাসা এবং সর্বপরি বাংলা কবিতা ডটকম প্ল্যাটফর্মের সহযোগীতায় এই সৃষ্টিকে সার্থক রূপদানের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তৎসহ শ্রদ্ধেয় এডমিন মহাশয়ের সহযোগীতার কাছেও চির ঋণী হয়ে থাকলাম আসরের সকল কবিবর্গের তরফ থেকে।

আপনাদের সহযোগীতা ও পরিশ্রমের ফসল হিসাবে আপনাদের হাতে তুলে দিলাম "উৎসবে মাতি" শারদ সংখ্যা। ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকাটাই স্বাভাবিক। আপনারা আপনাদের মহানুভবতা দিয়ে সেই সকল ভুল-ভ্রান্তি মানিয়ে নিয়ে আগামীর পথে আবারও দেখা হবে এই আশায় পথ চলতে থাকবো বাংলা কবিতা ডট কম'কে সঙ্গি করেই।

– ***সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়***

"উৎসবে মাতি" সম্পর্কিত আলোকপাত

সর্বজনীন উৎসব – ***মোঃ ফিরোজ হোসেন*** :-

উৎসব মানেই আনন্দ লাভ ও আনন্দ প্রকাশের মিলনমেলা। এ উৎসব পরিবারকেন্দ্রিক হতে পারে, আবার ব্যাপকভাবে সমাজকেন্দ্রিকও হতে পারে। সময়ের বিবর্তনে কোন কোন উৎসবের রুপ বদলায়, কোন কোন উৎসব নতুনভাবে সৃষ্টি হয়, আবার কোন কোন উৎসব বিলুপ্ত হয়ে যায়। বাংলায় প্রচলিত লোকায়ত উৎসবের মধ্যে রয়েছে পহেলা বৈশাখ, চৈত্র সংক্রান্তি, নবান্ন, পৌষ মেলা, ইত্যাদি। ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে রয়েছে ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আযহা, দুর্গাপূজা (বিজয় দশমী), কালীপূজা, স্বরস্বতী পূজা, জন্মাষ্টমী, রথযাত্রা, বড়দিন, বুদ্ধ পূর্ণিমা (বৈশাখী পূর্ণিমা) ইত্যাদি। আদিম সমাজে খাদ্যকামনাকে কেন্দ্র করে যে উৎসবের শুরু হয়েছিল, তা আজ নানা বর্ণ ও বৈচিত্রে পূর্ণ। তবে সব অনুষ্ঠানের মূলেই রয়েছে আনন্দ লাভ। কালে কালে বিভিন্ন লোকসংস্কৃতির প্রভাবে বদল হয় উৎসবের রুপ, যোগ হয় নতুন উপাদান। সে যাই হোক বর্তমানের প্রত্যাশা হলো, আধুনিক সকল উৎসবই হয়ে উঠুক সর্বজনীন উৎসব, সর্বসাধারণের জন্য এক ধরণের মিলনোৎসব বা আনন্দোসব। বর্তমানে বাংলাদেশে বিকশিত এক উৎসবের কথা বিশেষভাবে না বললেই নয়, সেটি হলো পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ। এ উৎসবের চরিত্র সর্বজনীন, বিগত ৪০০ বছরে কৃষি ও ঋতুর সঙ্গে যুক্ত অনেক অনুষ্ঠান-এর সাথে যুক্ত হয়ে পহেলা বৈশাখ রুপান্তরিত হয় নববর্ষে। পরিশেষে কামনা থাকবে, সকল উৎসবের লক্ষ্য হোক – সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মোরা মিলেমিশে বন্ধু রব, একাত্ম হবো উৎসবে।

উৎসব প্রসঙ্গে – ***বিভাংশু মাইতি*** :-

'উৎসব' শব্দটির ব্যুৎপত্তি এইরকম - উৎ - সূ + অল। 'উৎ'-উপসর্গ, 'সূ'-মূল ধাতু ও 'অল' প্রত্যয়। 'সূ' ধাতুর অর্থ হল জন্ম দেওয়া। সূত, প্রসব, প্রসূত, প্রসূতি ইত্যাদি শব্দগুলোও এই 'সূ' ধাতু থেকে উৎপন্ন। নিত্যকার একঘেঁয়েমি কাটিয়ে উৎসবের দিনে মানুষ প্রাণোচ্ছল হয়ে ওঠে। সে নিজেকে নতুন ভাবে খুঁজে পায়। দেহে-মনে-আত্মায় তার নবজন্ম হয়। বাংলার মাটি রত্নগর্ভা। কালে কালে এখানে অনেক মহাপুরুষ জন্মেছেন - জন্ম হয়েছে নানান উৎসবেরও। শারদোৎসব এমন একটি উৎসব যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই এক সূত্রে উল্লাসে মেতে ওঠেন। দুর্গোদসবের উদ্ভব নিয়ে নানান জনের নানান মত থাকলেও ইতিহাস বলে এর উদ্ভব বাংলার মাটিতে। আজ থেকে হাজার বারোশ' বছর আগে। বারো জন ইয়ার (বন্ধু) মিলে এই উৎসব শুরু করেছিলেন বলে বারোয়ারী পূজাও বলা হয়। যে যাই বলুন না কেন সব ধর্মে সব মতে পূজার্চনার মূল উদ্দেশ্য হল ভক্তিভাবনায় ঈশ্বর সাধনা। অশুভ শক্তির সঙ্গে মানুষের লড়াই চিরন্তন। শুভাশুভ, সদসৎ, বিদ্যাবিদ্যা, শ্রেয়-প্রেয়র মধ্যে চিরদ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব যে কেবল মানুষের বহির্জগতকে প্রভাবিত করে তা নয়, তার অন্তর্জগৎও আলোড়িত করে। অষ্টপাশ ও ষড়রিপুর দহন জ্বালায় সে নিয়ত দগ্ধ হয়। দুর্গা পূজার শিক্ষনীয় বিষয় হল, সমস্ত আসুরী শক্তিকে খর্ব করে শুভপথে এগিয়ে যাওয়া। দুঃখের বিষয়, সাম্প্রতিক কালে মূলতঃ শহর কেন্দ্রীক এই উৎসব একটি প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতাদর্পী আড়ম্বরে পরিণত হচ্ছে। লোক দেখানো বাহ্যিক জৌলুষই যেন শেষ কথা। চেম্বার অফ কমার্সের হিসাব অনুযায়ী গত বছর দুর্গাপূজায় খরচের পরিমাণ ৪0,000 কোটি টাকা। আমাদের মত নিরন্ন দেশে এই বিপুল পরিমাণ অর্থের ব্যবহারিক মূল্য তা কতটুকু ভেবে দেখার বিষয়। উৎসব মানেই আনন্দ। সেই আনন্দ যেন অবাঞ্ছিত আচরণ, অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা ও মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়ভারে সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ডেকে না আনে। পেলব ভক্তিকুসুম যেন কীটদগ্ধ না হয়। এ কথা মনে রাখতে হবে। উৎসব হোক নির্মল আনন্দের, সমস্ত অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটিয়ে শুভশক্তির উদ্বোধন ভূমি। উৎসব হোক ভক্তিসাধনার মিলন মঞ্চ। যথার্থ আনন্দমেলা।

উৎসবে মাতি – ***সৌমেন চৌধুরী*** **:-**

ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে বিশ্বকর্মা পুজো হতেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদীয় দুর্গা পূজার আবেশ চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। আকাশে বাতাসে কাঁচা রোদে একটা পুজো পুজো গন্ধ ভাসতে থাকে। কাশ-ঝোপও আগমনী সুরে মাথা দোলাতে থাকে। এই কটা দিন সবাই সব দুঃখ-কষ্ট,ব্যাথা-বেদনা, হিংসা-দ্বেষ ভুলে উৎসবে মেতে ওঠে। তবে আজ এই উৎসবের মাঝে একটি বিপরীত ছবির উপর আলোকপাত করছি। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ এবং ঝাড়খণ্ড সংলগ্ন কিছু অঞ্চলে একটি উপজাতির দেখতে পাওয়া যায় যারা এই উৎসবের সময় তাদের সামাজিক প্রথা মেনে দেবী দুর্গার মুখদর্শন করেন না। এমনকি মূর্তিদর্শন হয়ে যাওয়ার ভয় এরা এই সময় ঘর থেকে খুব একটা বেরোন না।তাদের বিশ্বাস তারা মহিষাসুরের বংশধর। এই মহিষাসুর তাদের রাজা ছিলেন এবং বীর যোদ্ধা, দুর্গা যাকে বধ করেছিলেন।তাই এই সময়টা তাদের কাছে শোকের। এদের পদবি হল 'অসুর' । এরা প্রধানত চাষি এবং কামার তবে কেউ কেউ চা বাগানের শ্রমিক হিসেবেও কাজ করেন। এদের ছেলেমেয়েরা স্কুলে গেলে তাদের রাক্ষস বলে খেপান হয়। লজ্জায় এরা স্কুলে যেতে চায়না। বড়দেরও রাক্ষস বংশের বলে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়।অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ এদেরকে অন্য চোখে দেখে। তবে এবারই প্রথম 'অসুর' উপজাতির সামাজিক প্রথা ভেঙে এক অসুর কন্যা কলকাতার একটি পুজোর উদ্বোধন করলেন।এবং শোনা গেল মহিষাসুরের অনেক বীরগাথা। তাইতো শাস্ত্র অনুসারে দুর্গার সাথে মহিষাসুরেরও পুজো হয়। এভাবেই হয়ত একদিন সমস্ত বৈষম্য দূর হয়ে যাবে, বন্ধ হবে সমস্ত হানাহানি, দখলদারি আর গোলাগুলি সেদিনই উৎসবে মাতবে সারা বিশ্ব।

দুর্গোৎসবঃ বাংলাদেশ – *কবীর হুমায়ূন :-*

দুর্গোৎসব বাঙালি হিন্দু সমাজের এটি অন্যতম বিশেষ ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব। এই ধর্মীয় উৎসবটি বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা রাজ্যে বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হয়। হিন্দুধর্ম বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় সম্প্রদায়। বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরে কয়েক হাজার মণ্ডপে প্রতি বছর দুর্গাপূজা আয়োজিত হয়ে থাকে। এ বছর ২৯ হাজার ৩৯৫টি মণ্ডপে দূর্গাপুজা অনুষ্ঠিত হবে। দুর্গা পুজা উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জন্য ৩ দিনের সরকারি ছুটি থাকে। বিজয়া দশমীতে সর্বসাধারণের জন্য এক দিন সরকারী ছুটি থাকে।

দুর্গোৎসব সাধারণতঃ একটি এলাকার বাসিন্দারা যৌথভাবে আয়োজন করেন। তাই, সর্বজনীন পূজা নামে পরিচিত। ভারতে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের সময় সর্বজনীন পূজা শুরু হয়। দেবী দুর্গাকে মাথায় রেখেই দেশমাতা বা ভারতমাতা বা মাতৃভূমির জাতীয়তাবাদী ধারণা বিপ্লবীদের মনে চেতনবিদ্ধতার জন্ম হয়। এ ভাবনা থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বন্দে মাতরম' এবং কাজী নজরুল ইসলাম 'আনন্দময়ীর আগমনে' রচনা করেন। যা ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্র হিসেবে ক্রিয়াশীল ছিলো।

দুর্গাপূজা কবে, কখন, কোথায় প্রথম শুরু হয়েছিল--তা নিয়ে নানা মতভেদ আছে। কৃত্তিবাসীর রামায়ণে ব্রহ্মার পরামর্শে শ্রী রাম চন্দ্র দুর্গা পূজা করার কথা উল্লেখ করেছেন। শক্তিশালী রাবনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিজয় নিশ্চিত করতে শরৎকালে শ্রী রামচন্দ্র কালিদহ সাগর থেকে ১০১টি নীলপদ্ম সংগ্রহ করে প্রাক-প্রস্তুতি হিসাবে দুর্গাপূজা করে দুর্গাদেবীর কৃপা লাভ করেন বলে বর্ণনা করেছেন।

ঐতিহাসিকভাবে জানা যায়, অনার্য তথা দ্রাবিড় সভ্যতায় আদ্যশক্তি প্রতিকরূপে মাতৃদেবীর পূজার প্রচলন ছিল। তবে, ঘটা করে দুর্গাপূজার ইতিহাস, খুব বেশি দিন আগের কথা নয়। যতটুকু জানা যায়, তা হল, ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে দিনাজপুরের জমিদার প্রথম দুর্গা পূজা করেন। আবার কারো মতে, ষোড়শ শতকে রাজশাহী তাহেরপুর এলাকার রাজা কংশ নারায়ন প্রথম দুর্গা পূজা করেন। বর্তমানে বাংলাদেশের ঢাকেশ্বরী মন্দিরে খুবই জাঁকজমকভাবে দুর্গা পুজার আয়োজন করা হয়।

এরূপ একটি ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব 'দুর্গাপুজা' উপলক্ষ্যে বাংলা-কবিতা ওয়েবসাইটের পীযুষ কবি সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায় 'উৎসবে মাতি' শিরোনামে একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করছেন। তার এ প্রয়াসকে সাধুবাদ জানাই। তার এই উত্তম কর্ম-প্রচেষ্টার সুন্দরতার সাথে সফলতা কামনা করছি।

মাতবোই মাতবো – *সঞ্জয় মাইতি :-*

আজ থেকে প্রায় চারশ' বছর আগে, হ্যাঁ হবে- ঠিক খ্রীস্টাব্দ ১৬০০-এর দিকে, এই 'সার্বজনীন' পূজো-পাঠের আয়োজন শুরু হয় । এটি একটি হিন্দু-সাম্প্রদায়িক পুজো হলেও এই পুজো জাত-পাতকে ভেদ করেই 'সার্বজনীন' রূপেই সবার কাছেই বর্তমানে পরিচিত হয়েছে উঠেছে । বাংলায় এই পুজো বেশি পরিমানে পরিলক্ষিত হলেও আজ কাল ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে এই পুজো ধুমধাম রূপে পূজিত হয় । এমন কি বিদেশের নানান জায়গাতেই এই পুজোর প্রথা ধুমধাম রূপেই পালিত হয় ।

আমরা, মানে বাঙালিরা পুজো শুরু হওয়ার এক কিংবা দুই মাস আগে থেকেই তার আয়োজন জোর কদমেই চালু করে দি । চালু করে দি পুজোর কেনাকাটা । নানান রঙের সাথে, এই মনটাকে মেশাতে আমরা খুবই পটু । তার সাথে জমজমাট খাবারেরও আয়োজন চলতে থাকে বেশ।

কিন্তু, আমরা এই আনন্দের মাঝে সর্বদা থাকতে থাকতেই আমাদের আসল খুশিটা কোথাও যেন ফিকে করে ফেলি । ফিকে করে ফেলি আমাদের সাথে সাথে তাদের জীবনটাও । এইখানেই হয়তো অনেকেই প্রশ্ন করেই উঠবেন - তাদের জীবনটা? মানে ওদের কথাই বলছেন? হ্যাঁ বন্ধুরা, 'তাদের মানে' - আপনি ঠিকই বুঝেছেন । যারা আমাদের মতোই, শুধু এক কিংবা দুই মাস আগে থেকেই নয়, প্রায় চারশো বছর ধরেই খুশির আনন্দে ভাসতে থাকে শরতের আগমন হতে না হতেই । কিন্তু, তাদের ব্যর্থ ভরা ঝুলিতেই আর কি-বা জোটে! ব্যর্থ ছাড়াই ? আমরা, মানে আমরাই, কখোনই পরিলক্ষিত করিনা কিংবা কখোনই ভাবিনা যে ওদেরও একটা মন আছে, ওদেরও একটা আশা আছে, রঙ-বেরঙের স্বপ্ন আছে। কিন্তু, এই এগিয়ে চলা জীবনে- এগিয়ে চলতে চলতে কোনো মতেই বুঝতে পারি না যে- আমরা আসল ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছি । হারিয়ে ফেলছি নিজে নিজেই- নিজের মানসিকতাকে । কিন্তু, আর নয়, থাক্!

তবে যাই হোক, 'উৎসবে মাতি-'এর আলোকপাতে অনেক কিছু বলে ফেললাম আমি । কিন্তু আমার এধরনের আলোকপাতের একটাই উদ্দেশ্য যেন, আমাদের আসল খুশিটাকেই আমরা আদান-প্রদানের মাধ্যমেই ভাগ করে নি । ভাগ করেনি নিজের সুখের সাথে সাথে ওদের দুঃখটা । তবেই আমরা- আসল উৎসবে মাতবোই মাতবো !

উৎসবে মাতি - *প্রনব মজুমদার :-*

সুপ্রিয় পীযূষ কবির আহ্বাণ--এসো 'উৎসবে মাতি'
একটা কবিতা লিখবো বলে শব্দ খুঁজছি আতিপাতি
কিন্তু হায় রে হায়
নতুন কিছু কি লিখি এই অবেলায়--
সবকিছু তো লিখে ফেলেছেন কবি শঙ্খ ঘোষ, জয় গোস্বামী,
সুবোধ সরকার,দেবারতি আর বিনায়ক'রা শারদীয়া দেশ পত্রিকার পাতায় পাতায়--
সৌখিন কবিদের মগ্ন পাঠকেরা মেতে উঠেছেন দুগগা পূজোয়--
ভাবছি এই উৎসবের চার-পাঁচটা দিন
ফিরে দেখি কৈশোর যৌবন আর সংসারের পাতায়

কৈশোরে--
পূজো মানে নতুন জামা
পূজো মানে ঢাকের আওয়াজ
টানাপোড়েনের সংসারেও
লুচিন-আলুর দম এর রেওয়াজ
পূজোমন্ডপে বাজছে দেখ
কলের গান
রাত জেগে ঠাকুর দেখার আনন্দে
ভরপুর প্রাণ--

সংসারে--
এই চার-পাঁচটা দিন
শত কাজ খুড়ি অকাজের নরক থেকে মুক্তি
পরিবারজনের সাথে বিমল আনন্দ-অনুভুতি--

যৌবনে--
কোথায় তুই অনুলেখা?
আজ সারাদিন তোর সাথে কথা
মদির সন্ধ্যায় হাতে হাত রাখা
পুজোমন্ডপে ভিড়ের অছিলায়
নিবিড় হয়ে কাছে আসা
এই কটা দিন
তুই ঝর্না
আর আমি পিয়াসা--

সমাপনে--
সবাই মিলে মাকে ভাসিয়ে দিতেই
চোখ ছলছল
মনে মনে বলি--
গুরুদেব বলেছেন যা সরে সরে যায়
তারই নাম সংসার
তুমি তো আরো বেশি জানো মা
তুমিই বলো
এখানে কার কে?
আর কেই বা কার?
প্রণাম নিও
ইতি--ভক্তজন তোমার.....

কানে বাজছে
'দুগগা মাই'কি জয়'
'আসছে বছর আবার হবে'

'আসছে বছর আবার হবে'.....

থিম--যে কোন উত্সব চিরন্তন--বছর বদলায় কিন্তু উত্সব ফিরে আসে ঘরের আঙিনায়.....

উৎসবে মাতি - *অরূপ গোস্বামী :-*

আয়রে জাতি-ধর্ম ভুলে
মানবতার শ্লোগান তুলে
মিলনের জ্বালি বাতি
আয়না সবাই বর্ণে ছন্দে
মিলে মিশে ভালোয় মন্দে
আয় উৎসবে মাতি ।

হোকনা কবিতা গদ্য পদ্য
আধুনিক বা হোক অবোধ্য
তবু সবে একজাতি
মনের ভাবনা অক্ষরে লিখে
উজ্জ্বল হোক না হয় ফিকে
আয় উৎসবে মাতি ।

সহযোগী কবিদের কবিতা

উৎসবে মাতি

- কবীর হুমায়ূন

সর্বভূতে মাতৃরূপেন সংস্থিতা তুই, দেবী!
মহিষাসুর মর্দিনী তুই, সিংহবাহিনী!
তেজঃপুঞ্জ স্ফীত করিস শ্যামল বসুন্ধরায়;
পুজিতা তুই বিশ্বভূমে মানুষের সভায়।
অস্থিরতায় কাঁপছে আজি নিরন্নদের দল,
নিরস্ত্র সব দুর্বলেরা কাঁদছে অনর্গল;
আয় মা তুই, আয় নেমে আয়, স্বর্গলোক ছেড়ে,
ভগবতী সতী যে তুই জানে বিশ্ব জুড়ে।

ডাকছে তোরে ধ্যানমগ্ন কৃষ্ণ ভগবান,
'দুর্গা' বলে এই মানুষের সাথে, দুর্গতনাশিনী!
আকাশ-বাতাস, জলে-স্থলে, পত্রে পত্রে আজ,
আলোক-সাজে সজ্জিত হয় ধরার রজনী।
বাজছে আজি প্রেমের বেণু অন্তরে-অন্তরে,
মর্ত্যলোকে সদলবলে আসছে রে ঐ দুর্গা!
অশুভাসুর হবে রে দূর চণ্ডিপাঠের মন্ত্রে,
মহালয়ার আগমনে অসুরেরা দূর যা।

শিউলি ফুলের গন্ধ নিয়ে আসছে রে মা মর্ত্যে,
পেঁজা তুলোর মেঘের ভেলায় চড়ে;
আনন্দতায় ভুলছে সবাই হিংসা-বিদ্বেষ দ্বন্দ্ব,
নারায়ণী স্বর্গ থেকে আসছে ত্রিশূল ধরে।
তাইতো, আজি প্রাণে প্রাণে জাগছে ঘোর-আনন্দ।
অসুরেরা মত্ত আজি পাপে; আমরা নিরুপায়,
আয় মা তুই খড়্গ হাতে এই না বসুধায়।
জয় ধ্বনীতে যাচ্ছে ভেসে ভাঙ্গছে নিরবতা,
দুখ-বিনাশী শক্তি পেতে বাড়াই হাতের পাতা।
জগদ্ধাত্রী, গন্ধেশ্বরী, চণ্ডী তুই আয়, সত্যযুগের দেবী!
অসুর বধের শক্তি নিয়ে আবার না হয় যুদ্ধেই তুই যাবি।

বাজাও কাঁসর, ঢাক ও ঢোলক আনন্দ উৎসবে,
দুর্গা দেবী, কৌমারী আজ আসছে মাটির ঘরে;
হৃদ-মন্দিরে আসন রাখি পেতে,
বসবে সেথায় কাত্যায়নী, দেবী দুর্গা, মা,
শত নামে ডাকছি তোরে তুই কি শুনিস না?
কাশফুলের ঐ বর্ণরেখায় রাখছি তোরই ছবি,
কালিমাহীন শুভ্রতাতে আনন্দ বয় তবে-ই।
আয় মা তুই, সদলবলে নিয়ে সকল সাথী,
সবার সাথে প্রেম মহিমায় উৎসবে আজ মাতি।

এসেছে মা

- কল্লোল বেপারী

পাপের বোঝায় বড্ড ভারি অসুর নামধারী
যা ইচ্ছে করে তাই ওদের বড় ভয় পাই
ওদের ডরে কাঁপছে জ্বরে পাড়ার যত নরনারী
নিরব দর্শক সবাই, প্রতিবাদী কেউ নাই।

কেউ যদিও আঙুল তোলে, সত্য বলে
আসে অসুরের দল, মানবের রক্ত ওদের জল।
মৃতদেহ নিয়ে উল্লাসে মাতে দেবতার সামনে ফেলে
পিপাসা মেটায়, মানবকুলে নামে কান্নার ঢল।

হেরে গেছে মানবতা সত্যযুগের কত কথা
সবই ছিল কী গল্প! হয়ত সত্য কিছু অল্প
সময়টাকে গিলে খেয়েছে দ্রাপড়, ত্রেতা
ঘোর কলি সব খেয়েছে বাকি আছে স্বল্প।

হঠাৎ দেখি ঘাটের মড়া মেজাজ দেখায় কড়া
কিশোর যুবা বাজায় ঢাক, পাগলা মারে হাঁক
অসুর ভুলে সবাই কেমন আনন্দেতে আত্মহারা
বিষয়টা কী? হচ্ছেটা কী,আমি তো নির্বাক!

জানতে পেরে আসল কথা ভুলে গেছি সকল ব্যথা
অসুরবধে ধরামাঝে এসেছে মা! দুর্গা মা।
খুশির জোয়ারে ভেসে জয়ধ্বনি ভেঙেছে নিরবতা।
সকল দুঃখ বিনাশিতে এসেছে মা! দুর্গা মা।

মহা উৎসব

- শাহীন আহমদ রেজা

এসো হে শুভার্থী উৎসবে মাতি
এসো দ্বার খুলে হে প্রাণের সাথী।
অনুষ্ঠিত হচ্ছে মহা উৎসব
এসো হে রঙ খেলি সুহৃৎ সব।
উৎসবে উঠেছে মানব ঢেউ
নির্জনে বসে নেই এক্ষণে কেউ।
গৌরবে করো উৎসব উল্লাস
আজি হে সুজন প্রাণ খোলে হাস্ ।
উৎসব হউক মাতামাতির
উৎসব হউক সব জাতির।
মঞ্চ সাজানো আজি রাঙ্গা সাজে
বাজে টাকডুম টাকডুম বাজে।
উৎসবের আনন্দ ঘরে ঘরে
মহা উৎসব আজি সর্বস্তরে।
উৎসব পার্বণে একত্রে মাতি
সহ পড়শী মা-বাবা দাদা-নাতি।
অন্তরে অন্তরে খুশির জোয়ার
চকচকে উজ্জল ঘর-দুয়ার।
উৎসবে নানান রকম পিঠা
রসনায় রসনায় লাগে মিঠা।
করো হে বালক গায়ে মেখে রঙ
সঙ সেজে করো নানা ভাবে ঢঙ।
উৎসব হোক প্রাণের বন্ধন
মুছে যাক সব দুঃখ ক্রন্দন।
করো হে দোসর আনন্দোৎসব
করো সব করো এক সাথে রব।
বাঁধ ভাঙ্গা আনন্দে উতলা আজি
আকাশে ঐ ফুটছে আতশবাজি।
মহা উৎসবে ঐ মানব ঢল
নারী-পুরুষ উচ্ছল খলখল।
বাজাও আজি বাজাও ঢাক ঢোল
তোল হে সজীব হর্ষধ্বনি তোল।
সজনী নাচো পায়ে পরে নূপুর
নাচো হে দামাল পা করে উপোর।
উৎসব হউক মিলন মেলা
উৎসবে নই কেহই একেলা।
উৎসব চলুক জগত জুড়ে
উৎসবে সবাই ছুটছে তোড়ে।

উৎসব হোক সার্বজনীন

- খান লোকনাথী (হিরণ্ময় কবি)

চেয়ে দেখো মুক্তিদাত্রী ঐ আসছে উড়ে নিশান
রক্ত নিয়ে অসুরের নগ্ন নৃত্যের হবে অবসান,
দশহস্তে তেজস্বী তলোয়ার হাতে আসছে ছুটে
পাপী আর অশুভ শক্তি যত কাঁপছে ভয়ে লুটে,
বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আছে যত অত্যাচারী মহিষাসুর
একে একে বিনাশ হবে সব-আসবে নব ভোর।

চেয়ে দেখো চোখ মেলে পৃথিবীর প্রতিটি কোণে কোণে
কি খুশির জোয়ার মহা গৌরীর আগমনী এই ক্ষণে,
মা ব্রহ্মচারিনীর পদতলে পিষ্ট হবে হিংসা ও বিদ্বেষ
মঙ্গলের আবর্তে আবিষ্ট হবে দুখিনি আমার স্বদেশ,
হিন্দু-মুসলিম বিভেদ ভুলে দেবী দূর্গাকে ভালবেসে
এই উৎসব হোক সার্বজনীন পৃথিবীর দেশে দেশে।

এসো তবে মাগো হতভাগা দানা মাঝির বোঝা বইতে
এসো তুমি ধর্ষিতা পূর্ণিমার চোখের জল মুছতে,
মহা সিদ্ধার্থী তুমি এসো নিরন্নের ক্ষুধা কাতর বস্তিতে
ত্রিনয়না তুমি এসো কঠিন খড়্গে অফুরান স্বস্তিতে,
ত্রিশূলে তোমার রক্তাক্ত হোক এই ধরিত্রীর যত পাপ
সৌভাগ্যপ্রসূত হোক প্রতিটি স্পর্শ মুছে যাক অভিশাপ।

আগমনী

- রক্তিম (অসিত রায়)

আজ শরতের এই প্রভাতে আসবে মাগো শিউলি ফোটা পথে
মৃন্ময়ী নয় চিন্ময়ী রূপ সোনার বরণ অরুণ আলোর সাথে।

তাইতো দেখি মাঠে ঘাটে শ্বেত শুভ্র কাশের লাগে দোলা
নীল আকাশে খুশির ছোঁয়া কাজ ফুরানো মেঘের ভেলা।

পাকা ধানের গন্ধে মাতাল সুখের দিনের বীজ বোনা
মা আসে তাই এত্ত আলো দিই অঙ্গন জুড়ে আল্পনা।

চিনি তোমায় খুব চিনি তুমি যে গো মা আনন্দময়ী
তুমি সকল মন শতদলে রুপং দেহি যশো দেহি।

দুঃখ শোকের অসুর বধে ঝলসে তোল ত্রিশুল খানি
শান্তি বারি দাও ছড়িয়ে সুখ সম্পদ দাওগো আনি ॥

আনন্দময়ীর আগমন

- প্রবীর চ্যাটার্জী

শরতের আকাশ ,
আনন্দময়ীর আগমনে
চারিদিকে বেজে উঠবে উৎসবের বাঁশি |
মধ্যবিত্তের ব্যথা ,দুঃখ , একঘেয়ে রুটিন
সবকিছু ভুলে গিয়ে
মেতে উঠবে মা দূর্গা কে নিয়ে |

তুমি কি শুধু এটাই চাও মা ?
তোমার দেহজ্যোতি আর দশভুজা দিয়ে
কি করে ভুলে যাও তাদের কথা
জীবনে যাদের খালি ক্ষত আর ব্যথা ?
স্নেহভরে দাওনি কেন তাদের পরিয়ে বসন ,
মুছিয়ে দাওনি তো তুমি তাদের জলভরা নয়ন ?

তুমি নাকি বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ?
তুমি নাকি মহাবিশ্বের মা ?
তাহলে নিস্পন্দ থাকো কেন শামিয়ানার নীচে ?
সুপ্রিম পাওয়ারের কাছে তুমি অসহায়, তুমি পরাভূত |
পৌনঃপুনিক অপশক্তির দ্বারা
মানবজাতির রক্ত দিয়ে প্লাবিত হচ্ছে জগৎ |

তাই আধ্যাত্বিক মূল্য সরে যাচ্ছে মানুষের মন থেকে ,
বিশ্বাস হয়ে যাচ্ছে রোগাক্রান্ত ও মৃত |

পারতো ক্ষমা করে দিয়ো আমাকে
আমি দুঃখিত, হাঁটু গেড়ে করজোড়ে
প্রণাম করতে পারলাম না বলে |

বরং জীবন উৎসর্গ করে দেব
নিপীড়িত মানবতার জন্যে |

পাড়ার দুর্গাপূজা

- সৌমেন চৌধুরী

দুর্গা পূজার চলছে কাজ, সাবেকি ছেড়ে থিম,
“বিশ্ব বাংলা” ভাবনা তাই খাটছে গোটা টিম।
প্রতিমা আসবে কুমারটুলির, লাইটিং চন্দন নগর,
ঢাকি আসবে কোথা থেকে এখনও নেই খবর।
উদ্বোধন হবে পঞ্চমীতে, থাকবেন পৌরপিতা
ষষ্টিতে রয়েছে ছোটদের আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ।
বাংলা গান সপ্তমীতে বিষয় রবীন্দ্র-নজরুল,
পাড়ার অংশগ্রহণকারী এখন রিহার্সালে মশগুল।
অষ্টমী সন্ধ্যায় অভিনব খেলা স্বামী-স্ত্রী জুটি
তারপরে হবে একাঙ্ক নাটক গ্রুপ আসবে দুটি ।
নবমীতে হবে পুরস্কার বিতরণ আর সংবর্ধনা
প্রধান অতিথির ভাষণ ও বিবিধ আলোচনা।
দশমীর দুপুরে ভুরিভোজ দারুন হৈ-হুল্লোড়
সন্ধ্যায় হবে দেবী বরণ, ভাসানের তোরজোড়।
বিসর্জন সেরে, পাড়ায় ফিরে বিজয়ার কোলাকুলি,
ছোটদের জন্য স্নেহাশীস, বড়দের চরণ ধূলি ।

মা (গীতি কাব্য)

- গোলাম রহমান

এ কী জনম নিলাম আমি অধম এই ধরায়
মা তোর চরনে সঁপিয়া দিতে পারিনি আমায় !
মানব জনম বৃথা হলো – বৃথা হলোরে
না সেবিতে মা তোরে !
মানব জনম বৃথা হলো – বৃথা হলোরে
না সেবিতে মা তোরে !!
চরনে তোর না দিলে মা ঠাঁই
বলরে মা আমি কোন জগতে যাই ;
এমন কোথায় আছে সে কোন দেবী
মা বলে যার দুটি চরণ সেবী !
মা রে আমার মা
এ অধমেরে মা না করলে ক্ষমা
এ জগতে মুক্তি পাবনা মা
মা রে আমার মা !
নরক ছাড়া হবে না গতি
না যদি হয় মা তোর সুমতি
এ অধমেরে মা না করলে ক্ষমা
মা রে আমার মা !!

পথশিশু

- অনন্ত গোস্বামী

দুর্গা পুজোয় মেগাস্টারের
খেতাব নিল জিতে
পথশিশুরা এবার পুজোয়
কাটল তাদের ফিতে ।
আজকে একটু অচেনা দিন
নতুন জামা গায়ে,
বড় বড় ক্যামেরা সব
ঘুরছে ডাইনে বাঁয়ে ।
আরও আছে আসে পাশে
নাম জাদা সব লোক,
ফ্ল্যাশে ফ্ল্যাশে ঝলসে ওঠে
বিস্মিত সব চোখ ।
আজকে কত আদর করে
তাদের এনে ডেকে,
ময়লা সব চেহারা গুলো
কাপড় জামায় ঢেকে ।
দিচ্ছে তুলে তাদের হাতে
মাংস বিরিয়ানি,
কালকে হয়তো ভাত পাবে না
জুটবে শুধু পানি ।
নিষ্পাপ সেই শিশুরা তবু
এদের ফাঁদে পড়ে,
রাত পোহালেই আবার পথে
চিনবেনা কেউ তারে ।
Celebrity ভীষণ Pretty
Selfই নিচ্ছে তুলে,
জানলা দিয়ে হাত বাড়ালে
তাকায় না সে ভুলে ।
হঠাৎ দেখি সেই কর্তা
দিচ্ছে ভীষণ গাল,
যাদের পুজোয় পথশিশুরা
ফিতে কেটেছে কাল ।
যা দূর হ এখান থেকে
খাবারে দিস নজর,
আবার যদি আইসক্রিম চাস
মারব গালে চড় ।
সকল বিশ্বে ভিন্ন দৃশ্যে,
হচ্ছে মন ব্যাকুল ।
একটি ছেলে আইসক্রিম খায়
একটি চোষে আঙুল ।
তবুও শুধুই মেগাস্টারের
খেতাব নিতে জিতে,
পথ শিশুর ময়লা আঙুল
কাটছে পুজোর ফিতে ।

মহা-উৎসব

- খলিলুর রহমান

হৃদয়ের শুচিতে সব গ্লানি মুছিতে
হোক আজ জীবনের মহা-উৎসব
উঁচু-নিচু জাতিভেদ ধুয়ে মুছে মনোক্লেদ
গীত হোক মানুষের জয়-কলরব।
হোক আজ জীবনের মহা-উৎসব।।

মন্দির, মসজিদে গির্জা ও শত হৃদে
গায় এক সংগীত - মানুষ অক্ষুদ্র
মিলনের মোহনায় সবে আজ মিশে পায়
মনুষ্য-ধর্মের এক মহাসমুদ্র।
মরীচিকা ঘুঁচে যাক সত্যি যা বেঁচে থাক
দিকে দিকে নেচে যাক অন্তর-বৈভব।
হোক আজ জীবনের মহা-উৎসব।।

সাদা কালো বাহিরে ভিতরেতে নাহি রে
সুখ, দুখ, বিপদে কোনো পার্থক্য
একই মহা দ্রষ্টা সবারই তো স্রষ্টা
একই জাতি মানুষের হোক মহা-ঐক্য।
ঈদ, পূজা, ক্রিষ্টমাচে মানুষের মনে নাচে
একই স্রষ্টার তরে একই অনুভব।
হোক আজ জীবনের মহা-উৎসব।।

ধ্বংসের ভ্রান্তিতে কেউ নেই শান্তিতে
দিকে দিকে বাড়ে শুধু আর্তের ক্রন্দন
শান্তি তো আসিবেনা কোন মন হাসিবেনা
নাই যদি আসে আগে হৃদয়ের বন্ধন।
হৃদয়ে হৃদয় বাঁধি একসাথে হাসি কাঁদি
মিলে মিশে আজ থেকে এক হই সব।
হোক আজ জীবনের মহা-উৎসব।।

মহোৎসবে বিশ্ব উঠুক ভরে

- অনুপ মজুমদার (অনিমেষ)

হোক শুরু অন্তহীন উৎসব
উৎসব হোক শুরু আমার প্রাণে তোমার প্রাণে
উৎসব হোক শুরু সর্বত্র
গ্রামশহর হাটবন্দর অলিগলি মাঠঘাট সকল প্রান্তরে
আজ শুরু হোক অন্তহীন উৎসব অনন্ত প্রসারে।

উৎসব জীবন, জীবন সৃষ্টির উৎস উৎসব
তাই জগৎজুড়ে এ উৎসব চলুক মহাকলরবে,
মহা কল্লোলে সকলে মাতুক মহোৎসবে
দুঃখ-গ্লানি দূর করি ভুলি সব অসাম্য, আত্মিক বন্ধনে
সকলে হোক বাঁধা একত্রে উৎসব-আলিঙ্গণে!

কত কদর্যতা, কত বিভেদ, বৈষম্য চারিদিকে
ভুলতে হবে সবকিছু আজ উৎসবের হিতে
বিশ্বমাঝে ভালবাসার আলোয় ভাসতে
ভুলে যেয়ে সব বাধা, ছিন্ন করে সংকীর্ণতার জাল
যোগ দেব আজ এই বিশ্ববোধন উৎসবে -
আমাদের এ বিশ্ব হোক মহান, হোক শান্তিময় শান্তির ধাম
এসো সবাই এসো, যে যেখানে আছ, মেলে দাও প্রাণ
হোক শুরু মিলনের জয়গান আজিকার এ উৎসবে!

মহোৎসবে প্রতিদিন বিশ্ব উঠুক ভরে
হে বিশ্ব, উৎসবের হোক শুরু সবার মধ্যে, নতুন চেতনায়
এ উৎসব হোক ভিন্নতর। নতুন যুগের নতুন ভাবনা -
স্বর্গ নয়, নয় দেবী, হোক মানবী-মায়ের বন্দনা গান।

মা আমাদের কোথায় আছেন? একটুখানি তাকাও সবাই
দেখ চেয়ে আছেন তিনি আমাদের নিত্যকার ঘরে,
রাস্তা-ঘাটে নগরে-বন্দরে অট্টালিকা-বস্তিপারে
মা আমাদের এই ধরায়, আছেন সারা জগৎ আলো করে
সেই মা যে দেবী আমাদের, হোক উৎসব সেই মায়ের,
মা আমাদের এক শক্তি - মাতৃশক্তি, সন্তানে তার
কখনো দেখেন কি আলাদা করে? সাদা-কালো-হলুদ-বাদামী
তার সন্তানের হোক না যেমন রঙ, মায়ের কাছে
সবাই সমান, মা তো কাউকে ডাকে না
তুমি হিন্দু, তুমি মুসলমান, অথবা তুমি খ্রীস্টান,
মায়ের কাছে নেইকো বিভেদ কে বড় কে ছোট
কে মধ্যম, ধনী-গরীব - সমান ভালবাসার সকল সন্তান।

মায়ের পূজায় মায়ের মতন ভাবনা করে প্রতিদিনের ঘরে
এ উৎসব আমাদের চলুক - শুধু কয়েক দিন নয় -
সবাই মিলে ভালবাসার মহোৎসবে প্রতিদিন বিশ্ব উঠুক ভরে।

এসো মা এসো

- ষড়ানন ঘোষ(উদাসী কবি)

এসো মা এসো!
তোমার সংসার নিয়ে এই মর্ত্য ধামে
দিচ্ছি তোমায় নিমন্ত্রণ
আসছ তুমি বছর ঘুরে?

নতুন সাজ-পোষাক নিয়ে
রইবে তুমি দিন পাঁচেক
দিন কাটবে হাসিখুশি রাত কাটবে আল্লাদেতে।

যে যেখানেই থাকুক আসবে তোমার পার্বনেতে
শত্রু সেদিন বন্ধু হবে সবই তোমার মহিমাতে
রোগ-শোক ভুলে গিয়ে আনন্দেতে মন নাচবে দুলে।

সেদিন খুব ভক্তি করে দেব তোমায় অঞ্জলী
হঠাৎ বেজে উঠবে বিসর্জনের ঢাক
ফিরে যাবে স্বামীর কাছে রইবে না আর এখানে
তাই, আসছে বছর আবার হবে।।

শরদিন্দু

- উজ্জ্বল সরদার

রিক্ত তৃষিত আকুল অন্তর শ্রান্তিরহিত ধরিত্রীতে সুপ্তিতে তর হে,
সহসা সমীরণ সুগন্ধ আনিল, আজ বুঝি এ'নক্তে শরৎ নরপতি হইল?
কান্তারে কুসুম ফুটিল, মাতার মন্দিরে মাদল-কাঁশি আজ বাঁশী বাজিল হে!
হর্ষে দুলিয়া-উঠিল নাচিয়া ভাঙিল মোর নিদ্রাখানি,
মতুয়া হইয়া মহৎ উৎসবে মাতিয়া শরদিন্দুর কিরণে চতুর্দিক সকলে ছুটিতেছে -
মায়ের গলায় পরাইতে চাই প্রভাতী প্রসূনের মালাখানি।

অহর্নিশি মম মাঝে জাগ্রত নির্মল নিঃশঙ্ক প্রবহমান প্রেমে হইয়াছি আমি আজ মত্ত,
হীম জীর্ণতা সবি ভুলে গিয়াছি আমি -
হইয়াছি প্রভাতীর প্রভাকরে উত্তপ্ত!
এখন ছুটিতেছি আমি আকুল আঁখি মেলিয়া ঐ'কুঞ্জবনে,
চতুর্দিক ঝলমল কিরণমালীর কিরণে, সমীরে সুগন্ধে মম প্রাণ লহরীতে উত্তল -
নব রঙ্গন ফুটিয়াছে শারদীয় উৎসবে মায়ের আগমনে।
তাহা সবই কুড়িয়ে আনিয়াছি আমি-নিজ বাহুতে গাঁথিয়াছি মালা,
পরাইবো তাহারে -
তব চরণে পড়িয়া ধূলায় লুটাইয়া হইবো আমি পান্থ হইয়া পথে পড়ে থাকা ভোলা।

এক-পা,দু-পা করিয়া হর্ষে নাচিয়া মালাখানি বাহুতে লইয়া চলিলাম মায়ের মন্দিরে,
ও-মা এ'আমি আজ কি দেখিতেছি? জনতার স্রোতে ভেলা হইয়া ভাসিয়া যাইতেছি!
তবুও মম স্মিত মুখ আজও অবগুণ্ঠনে ঢাকিয়া রাখিয়াছি,
ঐ'হাজার জনতা আমারে দেখিয়া থুঃ-থুঃ ফেলাইয়া ক্ষিতি ভেজাইতেছে -
আমি আজও লজ্জিত হইয়া সকলের পাছে চলিতেছি।
কিন্তু মম তৃষিত আকুল অন্তরে আজ নেই কোন ব্যথা, মাতা আসায় আমি হইয়াছি উন্মত্ততা,
স্রোতস্বতীর স্রোত চিরিয়া তরী লয়ে গেলাম পুলিনে
মন্দিরে মাতাকে দেখিয়া লুটিয়া পড়িলাম চরণে।

তাহা দেখিয়া উহাদের স্মিত মুখ
দল বাঁধিয়া মম কাছে আসিল ছুটিয়া,
মোর গলা ধরিয়া বাহির করিয়া মারিল মৃত্তিকায় ছুঁড়িয়া!
আমি অন্তরের ক্রন্দনে আকুল আঁখির সলিল ঝরাইয়া দিলাম উহাদের রাঙা পায়,
ওরাযে ভদ্র পোশাক পরিয়া হইয়াছে বাবু-
কেন আমারে মন্দিরে ঠাঁই দেবে?
আমিতো উন্মাদ পান্থ,
পথ হইল আমার একান্ত নিলয়।
তিলোত্তমায় গড়িয়া ছিলাম যে মালাখানি
দিতে দিলনা আমারে মায়ের গলায়,
তবে মাতাও কি কেবল ওদের?
মোদের কি মেদনীতে মায়ের মমতার অধিকার টুকুও নাই?

কবি মাতে বিশ্বজনীন উৎসবে

- মোঃ সানাউল্লাহ (আদৃত কবি)

কবিমন আবেগ প্রবন, কল্পরথে বিশ্ব ভ্রমন !
জীবনের ছন্দে মাতাল, উচ্ছসিত ধন্য সাদা মন;
ওঁরা খোঁজে বিশ্বজুড়ে স্বপ্ন রাঙা শান্তি নিকেতন !
ওঁরা চায় শান্তি প্রিয় মিত্র এবং নন্দিত ভুবন !

আকাশে দেখলে কালো মেঘ, বেড়ে যায় হৃদয়ে উদ্বেগ;
মানুষের কষ্ট দেখে অশ্রু ঝরে, বাড়ে ভাবাবেগ ।
প্রেম পিয়াসী দুখ বিনাসী মন খুঁজে মাশুক,
ঝর্ণা ধারায় মন ছুঁয়ে যায়, নিসর্গের আশিক ।

ভাসে তার হৃদয় পটে বিশ্বজনীন উৎসবের আবেশ,
মানে না ধর্ম বিভেদ, বর্ণ বিভেদ, বৈরী পরিবেশ !
ভুলে যায় হিরোশিমা, নাগাসাকি, এপ্রিল, অনিমেষ !
ভুলে যায় বৌদ্ধ, যবন, দলিত নিধন হিংসা ও বিদ্বেষ !

কুর্দী, শিয়া, সুন্নি খুনে বইছে প্লাবন দেশে দেশে
সাগর বেলায় নিথর দেহে আইলান হচ্ছে লাশ !
ফিলিস্তিনের হত্যাকান্ড হার মেনেছে গুজরাটে !
ফেলানীরাও মরছে কেমন, মাসের পরে মাস !

উন্মত্ত হিংসায় শাঁখের করাত ঝুলছে ধরায়,
তবুও তাঁরা শান্তি প্রিয় চায় না বিভাজন !
আসছে তেড়ে বিশ্বযুদ্ধ ! হয়তো হবে অনিরুদ্ধ;
এরই মাঝে উৎসব আসে জানি সর্বজন ।

ব্যথিত শিউলি

- শৈলেন চৌনী

মাগো তোমায় মনে পড়ে,
মনে পড়ে সেদিনের সেই দিন গুলো
যেদিন কাশের বনে দোলা লেগেছিল নদীর জলের ঢেউ..,
দেখে আমি বলেছিলাম
মাগো তুমি ছাড়া এ জগতে আর নেই কেউ...।
শিউলির গন্ধে মনটা উল্লাসিত হতো
পূজোর দিন গুনতাম বারবার কত।
আজ সে শিউলির গন্ধে কান্না আসে
ব্যথিত করে মন...!
পুজোয় নতুন জামা চাই বলে
করে থাকতাম পণ...
আজ আমার জামা আছে মা তুমি কাছে নেই আর...
আমায় ছেড়ে চলে গেছো তুমি, কোন নদীর পাড়।
ক'দিন পরেই পূজো মাগো.. পড়বে কাঠি ঢাকে..
আমি জানি মাগো সাড়া দিবেনাকো আমার শত ডাকে।

শেখালে তুমি

- রাবেয়া রাহীম

শেখালে তুমি কেমন করে পেতে হয়
কষ্টের নীল উৎসব
শঙ্খচিল উড়ে যাওয়া দেখে নীরবে কেঁদে
রাজ হংসের মত স্রোতে ভাসতে হয়,
আরও শেখালে,
অবাধ্য ইচ্ছে গুলো সঙ্গী করে
নিয়মের উঠোন ডিঙিয়ে
কি করে এক মুঠো জোছনা পেতে হয়
শিখিয়েছো, অবিনশ্বর আত্মা জ্বালিয়ে
কি করে পবিত্র করতে হয়
তাই বুঝি অন্ধের মতো তোমার অনুগত হয়েছি ।।

আবেদন

- অজিত কুমার কর

কালো ওড়না আড়াল দিয়ে
ঢাকলে আমার মুখ
মেঘবলাকা বল এবার
এতেই কি পাও সুখ।

ওড়নাটিকে সরিয়ে নিলে
হাসে ধরার লোক
বিরস মনে রবে না কেউ
ভুলবে যত শোক।

ভয়ে থাকে ধরার মানুষ
ডুববে বুঝি ঘর
বন্ধ কর এমন খেলা
দেখাও কেন ডর।

দেখছো না কি সবুজ মাঠে
গাছ হয়েছে গোল
উমা আসার সময় হল
ভরাতে মার কোল।
কাশের বনে পেঁজা তুলোর
কেমন ছড়াছড়ি
ঢাকের পিঠে পড়বে কাঠি
চলছে ছুটে ঘড়ি ।

নানা রঙের জামাকাপড়
পরবে ওরা গায়
তোমার থেকে একটু খানি
রেহাই পেতে চায়।

বছর ধরে মুখিয়ে থাকে
গাঁ-শহরের লোক
তাইতো বলি নাও বিদায়
দিয়ো না আর শোক।

দূরের থেকে দেখতে পাবে
সবার মুখে হাসি
ঝাঁপি এবার বন্ধ কর
ওগো জলদ মাসি।

ভ্রাতৃত্বের নতুন প্রভাত

- আল মামুন

এসো হে নবীন তরুণ প্রবীণ বুড়ো এসো,
উল্লাসের মিষ্টি ভোরে আসন পেতে বসো।
শহর-গ্রামে পড়েছে আজ আনন্দেই শান্ত রোদ,
ডানায়-ডানায় রং মেখে দেখ বাবুই চড়ুই ভাঙছে ক্রোধ।
সেজেছে চারপাশ, মেতেছে মানুষ, প্রজাতির জলনৃত্য,
আজকের মত উৎসবে প্রলয় হয় না প্রতি নিত্য।
যার-যার মত মসজিদে মন্দিরে উঠছে সবার ভক্তি সুর,
উদ্দীপ্তে নত ভাস্বর আনন্দে সজীব সাজে গঙ্গা কূল।
উৎসবেরই আবেশে ফেলছে সব দুঃখ-কষ্টের শূন্যতা,
সুখ আর আনন্দে বোনা অঙ্কুরে পৃথিবী পাবে পূর্ণতা।
নিজ-নিজ বিশ্বাসে ধর্মকে রেখে মাতো সবাই উৎসবে,
দিকভ্রান্ত আপন দোষে নাট্য শেষে পড়বে গিয়ে নরকে।
এসো তবে সবে মুছে ফেলে সংঘাত হাতে রাখি হাত,
তবেই তো আসবে পৃথিবীর কোলে ভ্রাতৃত্বের নতুন প্রভাত।

শরতে চাইছি আমি

- সোমাদ্রি

বিসর্জনের পরে মায়ের মতো আমার লাশ
অযত্নে অযথা ভেসেছে জলাশয় থেকে গঙ্গা...
কোনও বেহুলা আসেনি, সে বিকেলের সূর্যপ্রভায়
মেদবহুল মধ্যবিত্ত জীবন তখন গলায় দড়ি টানা লাশ
টেনে নিয়ে চলেছে সভ্যতার পরিহাস
তখনও মনে মনে বলছি "এই তো দুগ্গা পুজো"
কারণ, আমি অসুর
বিদ্ধ করো কাশফুল, শিউলিতে
জীবন্ত এক লাশকে দেখাও একশো আটের জলাশয়

আমি তো কাঠামোর অ-কাল-বোধন চাই

উৎসবে মাতি

- দিব্যেন্দু সরকার

তোমরা মাত রক্ত খেলায় তোমরা ফেরো খুনের নেশায়
তোমরা ছিনাও স্বর্গ দান তোমরা তো নাও সহজ প্রাণ।
শ্রেষ্ঠ হতে পৃথ্বি বুকে তোমরা কেবল আঘাত আনো
এই পৃথিবীর সকল ভোগ তোমরা কেবল নিজের মানো,
তোমরা পারো করতে শেষ, অন্ধকারে বৈরাজ্য -
তোমার জন্য লেখা আছে এই পৃথিবীর ঘিন কার্য।
মজুদ আছে অস্ত্র কত - তোমরা শুধুই ধ্বংস চাও
এক লহমায় তোমরা হাওয়ায় জীবন-নাশক মিশিয়ে দাও-

আমরা হাওয়ায় মেশাই রং আমরা মাতি উৎসবে
আমরা নমি -মাথা নত, আমরা মিলি গলে সবে।
আমরা মায়ের শক্তি পুজি, এক সাথে রই খুশি করে
আমরা কাটাই কত-না মাস পড়ব করে ভক্তি ভরে,
আলোক ঝরে রাশি রাশি, বাদ্যি বাজে বাতাস-মুখর
দুয়ার খোলা ভাবের প্রকাশ, জ্ঞানের ছটায় দীপ্তি প্রখর।
সৃষ্টি হতে আমরা আছি সব মুহূর্তই আমরা বাঁচি
আমরা কেবল মানব-জাতি তাই যে সুখের, উৎসবে মাতি।

পূজা এলে

- মৃন্ময় কবি

সেই সেকাল হতে আজ অবধি
চলে আসছে যথারীতি দূর্গা পূজা।
অন্ধের মত শুধু তাঁরেই খোঁজা,
দূর করতে রোগ, শোক, দুঃখ,জ্বরা-ব্যধি।
সেই সেকাল হতে আজ অবধি;
মেতে উঠে সকল রাজা ও প্রজা,
সকলেরই অন্তর আনন্দ উল্লাসে সাজা,
সকলেই সমান, থাক না যত বড় উপাধি।

কেবল প্রতিমা ভাঙার বেলায়-
জাগে অন্যরকম অনুভুতি,
জানি না সেই সে বেলায়,
চলত নাকি এমন রীতি!
সময়ের সাথে দূর্বৃত্তের হাতে এ বাংলায়,
গড়া জিনিস ভাঙ্গা চলছে যথারীতি।

মায়ের পুজো

- পলাশ দেব নাথ

আজ শরতে প্রতি পরতে জেগেছে ছন্দ
শেফালী ফুলের গায়ে পেয়েছি পুজার গন্ধ।
মা এসেছে উঠল কলরোল
বাজছে কাঁসর সানাই আর ঢোল
মা এসেছে তাইতো মনে জাগছে আনন্দ,
আয়রে সবাই বিভেদ ভুলে ভাই ভুলে দ্বন্দ্ব।

সঙ্গের সাথী সবাই এসেছে দুঃখ করে দূর,
ভোলা বাবাও সাথে এসেছেন বাজিয়ে ডমরু।
হিংসা বিবাদ নেইতো মনে
মায়ের পূজার এমন দিনে,
তাইতো এ মন হয়ে গেছে আনন্দে ভরপুর,
সকল ভুলে জাগিয়ে তোলরে মায়ের প্রিয় সুর।

এসো হে-মিলনে

- শ্রী সঞ্জয় (মাইতি)

আজি পোহাইলে রাতি-,
করিবো আমি, করিবে তুমি-
উৎসবে মাতামাতি ।
দেরি নাই তাই-,
পাড়ি দিবো দূরে-
রইবো না আর ঠাঁই !
বাজায়ে সানাই, শঙ্খের তালে
গুঁথিতে জাতি একই মালে-
আজি শরতে আহ্বান জানাই ।

আজি, পোহাইবে রাতি-!
হইবে মিলন, এই শরতেই-
সকলি মনের জাতি ।

দেরি নাই তাই-,
ভাই, আজি পোহাইবে রাতি
শরতের মাসে, শরতের পাশে,
শুভ্র-কাশের দোলনার হাসি
প্রতিটি ক্ষনেই ভরিবে আজি ছাতি ।

মিলনে তাই-
আর, দেরি করো না ভাই ।
শরৎ লগনে ভরিতে ছায়া-
যুগে যুগে তাই
তোমারে জানাই
এসো হে- মিলনে ভায়া ।

মাতার মাত্রা

- সুমিত্র দত্ত রায়

চলো যাই উৎসবে মাতি,
মাতার মাত্রা কি ঠিক থাকে?
মাতা তো উন্মাদনা হুল্লোড়,
যার শেষে পুরো গন্ডগোল |

ভালো লাগে, মাতা যদি মাত্রা
মনে রেখেই চলতে শেখে,
পূজোয় সবাই আনন্দের -
মেজাজেই কাটাক সময় |

সময়ের গতি মেনে আজ
আনন্দ, স্ফুর্তিতেই ঠেকেছে,
হারাচ্ছে কাল- বিভীষিকায়,
বলি হচ্ছে তরুণ-তরুনী|

মনের মূল্য ওরা পাচ্ছে না,
জানি না, খুঁজছে কি কখনো?
এ এক বসে থাকা মনের-
ভাসমান মেঘে উড়ে চলা|

ওরা না পায় আকাশ কিংবা
না পায় ধরনীর আস্তানা ,
উড়তে উড়তে একদিন -
ধাক্কা খায় অসীম পাহাড়ে|

কঠোর বাস্তবে নামে ফের|
তখন সুখ তো বহুদূরে ;
তাই বন্ধু, মাতার মাত্রাটা
ভুল না করে, আনন্দে জাগো|

উৎসবের আঙিনায়

- জয়শ্রী রায়

উৎসবের আঙিনায় চলি ভেসে ভেসে
ছেলেবেলা বার বার ফিরে ফিরে আসে,
শুধু ভাসেনা উৎসব স্মৃতি সে-সব মানুষের
ছেলেবেলার নিপীড়িত আর পথ-শিশুদের ।

গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্তে
ছয় ঋতু মেতে ওঠে বাংলার প্রত্যন্তে,
রঙ-বেরঙের নতুন পোশাক আম কাঁঠালের গন্ধে
জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মিষ্টি হাসি ভরিয়ে তোলে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ।
ঝুলন রাখীর কুসুম দোলায় বিশ্বকর্মার ঘুড়ির খেলায়
কাশফুল সৌরভ ছড়ায় শিশির ভেজা শেফালিকায়,
পেঁজা তুলোর মেঘের ভেলায় আসেন দশভুজা
ঢাক ঢোল কাঁসর ঘন্টায় মহোৎসব পূজা ।
কেউবা পরে নতুন জামা কেউবা নতুন শাড়ি
কেউবা আবার প্যান্ডেলে ঘোরে কেউবা ট্রেনে পাড়ি,
"যা দেবী সর্বভুতেসু" করল আশীর্বাদ
মহোৎসবের মহাধুমে সবাই নিপাট ।
এ-আনন্দ যে কি আনন্দ মনের অন্দরে
প্রতীক্ষায় থাকে সারা বছর চলতে মন্দরে,
উৎসবানন্দকে স্পর্শ করে ঈদ মোবারক
আতসবাজির ঝলমলানিতে দীপাবলির আলোক ।
কয়েকদিনের অবসরে জ্বলে ওঠে বড়দিনের তারা
টুনি বাল্বের সমারোহে ব্যাপৃত হয় কেকের পাগল পারা,
অতঃপর সাগর স্নানে পিঠে-পুলির ধুম
বীণাপাণি স্কুলে বীণাদেবী সুর তোলে নিঝুম ।
ফাগুনে বাতাসে হোলির রঙে লাল পলাশের গান
চৈত্র-শিবের গাজন আর মুশকিল আসান,
সারাটা বছর এ-ভাবে কেটে যায় সারা বাংলার বুকে
আনন্দে আবেশে বাঙালী থাকে মহাসুখে ।

এত কিছুর পরও জানো কি অনেকের ভাগ্যে নেই আনন্দ
নিপীড়িত-দলিত অনাহারে পথ-শিশু উৎসবে নিরানন্দ,
এসো সবাই উৎসবে মাতি আমাদের মহোৎসবে
শপথ করি তারাও সামিল হোক মিলনোৎসবে ।

পরিহাস

- অর্জুন রায় (নব-লিপিকার)

মা, তোর নামের আগে শ্রী শ্রী
আর আমার নামের আগে ও পরে
নেই কোন শ্রী নেই কোন পদবী,
জানিনা আমার পিতা জানিনা মাতা
লোকে বলে আমি নাকি জারজ,
রক্ত-মাংস, কাম-ক্রোধ ও প্রেম
এসব কিছুই আমাকে ঘিরে আছে
মায়া-মমতা, দুঃখ-কষ্ট আছে অন্তরে
আর আছে তোর প্রতি অসীম ঘৃণা,
তোর বোধন হবে চাই মৃত্তিকা
তবে কেন এই পতিতার আলয়
যেখানে জ্ঞান হতে উৎসর্গ আমি
এই সমাজের সম্ভোগের দুয়ারে
সেখান থেকে পূজার জন্য মাটি
কেন এ পরিহাস, কেন এ ভ্রান্তি!
যদি পারিস আদেশ দে মা'
এ দেহের দূষিত রক্তস্রোতে
নিজ প্রাণপাতে দেব পুষ্পাঞ্জলী,
তারপর বিসর্জনে ভাসাব তোর নাম
আলতা রঙে শ্রী শ্রী দুর্গামাতা সহায়!

অনুরণন

- পরিতোষ ভৌমিক (অমায়িক কবি)

সাদা মেঘ সাদা বক সাদা কাশবন
শরৎ শিউলী কুহেলিকার মেলবন্ধন,
দিকে দিকে মৃন্ময়ী দুর্গার আবাহন
চিন্ময়ীদের প্রত্যাশার অনুরঞ্জন,
বর্ষা শেষে শোভিত শরতের স্পন্দন
চৌদিকে অবারিত সৃষ্টি অনুরণন,
কাঙ্খিত উপমাময় সৃষ্টি-স্থিতি-লয়
টাঁকশালে বিজড়িত বিজিত বিস্ময় ।

উৎসবে মাতি

- সোমালী নিরঝরা (মৃণালিনী)

আমি নিরঝরা
আপনাদের সামনে এনেছি
পূজোর আমেজ
শরত এসেছে
চারিদিকে কাশফুল
আর পেজা তুলোর মেঘ
আনুষ্ঠানিক ভাবে এবার
ঘোষণা করা হচ্ছে মা আসছেন
আর মাত্র কয়েকটাদিন

কি সে আসছেন সেটা বড় নয়
কি নিয়ে আসছেন সেটাও বড় কিছু নয়
বাঙালীর পূজো
মানে দূর্গাপূজো; খাওয়া দাওয়া কেনা কাটা
প্রেম আর জমিয়ে আড্ডা

আসুন উৎসবে মাতি
কবিতা আর গানে
একটু গল্পে একটু প্রেমে
আমি নিরঝরা
আপনাদের সামনে এনেছি
পূজোর আমেজ

বেড়াতে চান অবশ্যই যান
কাশ্মীর বা কন্যাকুমারী
কিন্তু একবার ভেবেই দেখুন
পূজোর মজা বঙ্গদেশে

মহালয়া থেকে দশমী
আনন্দে মাতেন এখনই
বলা কি যায় সময় কখন
ফুরিয়ে কার যায়;

তাই তো এবার আমি
এসে রঙ ছড়িয়ে নিলেম হেসে
উৎসবে আজ রাঙিয়ে দিতে
মায়ের চরণ খানি

অতএব আমি
নিরঝরা
আপনাদের সামনে এনেছি
পূজোর আমেজ
আসুন সবাই মিলে নেচে উঠি
আজ মায়ের আগমনে.........!!

সার্বজনীন উৎসবে

- নূরুল ইসলাম

শরতের শুভ্র কাশফুলে
দুর্গা মাতার আগমন!
আরতি আর ভক্তি দানে
ন্যায় প্রতিষ্ঠার শুভক্ষণ।

টাকুর-টাকুর ঢাক বাজে
কাঁসর ঘন্টা ঠন ঠন!
সকাল-সন্ধ্যায় বাদ্যের তালে
মনটা হয়যে উচাটন।

সার্বজনীন দুর্গা পূজায়
উৎসবে বাড়ে সম্প্রীতি!
নতুন করে বাঁধন বাধি
বাঙালি-পনার সু-স্মৃতি।

দুর্গতি-নাশিনীর আগমনে
পালায় অশুভ শক্তি!
সত্য-ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা পায়
ভক্ত-কুলের ভক্তি।

উৎসব

– সাবলীল মনির

ভিটেটা দাঁড়িয়ে আছে
অন্ধকারে কবেই তুমি সীমানা পার !
বলো, হৃদয় ডাক করে কে দেগেছিল কামান ?

এখনো ঠাকুর ঘর । কলা চুরি করিনি
ফুলের বেদিতে বসে আছো তুমি
যত পারি আজ মন চুরি করব...
উলুধ্বনি দাও । ঢাকের বাড়িতে
কে নাচে কহোনা পেয়ার হায়?

খৈ, মুড়কি, বাতাসাতে মিষ্টিমুখ
এই নাও জরিন ফিতা, খোপায় দাও ফুল

এতদিনে তুমিও কি লাল বেনারশি?

চোখ বন্ধ করলে হৃদয়ে স্বর্ণমন্দির
আজও জিলাপি ভাজার গন্ধ পাই...

শারদোৎসবের আগমনী বার্তা

- অনুপম মণ্ডল

এসো, এসো, বন্ধু সকল,এসো আপনাজন
শারদ-পুণ্যতিথিতে কায়মনে করব মায়ের বোধন
এসেছে পূজার সময়, করব মোরা মাতৃ চরণবন্দন
পাপহন্তা দয়াময়ী মা পূর্ণডালা করবে বিতরণ!

ভুলে মনস্তাপ,ভালবাসার বীজ করব রোপন
পুষ্পাঞ্জলির সাথে তথায় পবিত্র বারিদ বরষণ!
ফল্গুনদীর সুধাধারা ভুবন মাঝে করবে বিচরণ
কাঁদাও,কাঁদাও প্রেমধারায়;কাঁদাও সবার দু'নয়ন!

এসো মোরা মাতি মানব সেবার মহোৎসবে,
ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ কেন? কী লাভ হিংসা বিভেদে?
জগৎমাতা আসবে পুণ্যক্ষণে, আমাদের দুর্গতি হরণে
এসো সবে, করব মাকে বরণ পুষ্পক তোরণে।

মহালয়ার শঙ্খধ্বনি যায় যে শোনা অবারিত গগনে
মহিষাসুরমর্দিনী ত্রিভুবন জননীর আগমনী সুর বাজে কানে
আর তবে দেরী কেন? উৎসব জাগুক চিন্তা ও মননে
শান্তিসুখের বার্তা চিরবহমান হউক মানব জীবনে
দু:খ-ক্ষোভ, অনহার জ্বালা নির্বাপিত হবে এ মাহেন্দ্রক্ষণে।

উৎসবের রোশনাই

- শ্রাবনী সিংহ

বুকভর্তি হাওয়া নিয়ে উড়ি বেলুন ওড়ার মত আরব আকাশে ---

কাশবন বিচ্ছুরিত স্ফটিক্ আলো
এত আলো, এত স্বচ্ছ শাপলাদীঘি !

খুব ছোট্টবেলার মুঠো থেকে ফড়িং উড়ে বসে পাথরে,
পাথুরে চোখ যেন প্রাচীন জলদেবতার।

হাওয়ার রসদ ফুরিয়ে গেলে মুখ থুবড়ে পড়ি মাটিলগ্না ঘাসের বুকে ,
কতশত মৃত সৈনিকের শেষ নিঃশ্বাস ধরে রেখেছে সেও।

আশীর্বাদের মত ঝরে পড়ে শিউলিফুল , ওগো শিউলিফুল,
মিতালী সুখে উন্মুখ মালতীফুলের শিশিরস্নান।

পেরিয়ে যাই শিশিরমঞ্চ,অলিগলি ভাটিয়ালি সুর বেয়ে আজ আগত
বোধনের দিকে নাগরিক উল্লাস ,হাতছানি দেয় উৎসবের রোশনাই ...

আমার অতীতজন্ম পিছু ডাকে ।

উৎসবে অধিকার

- স্বপন গায়েন (উদয়ন কবি)

মেঠো পথে খেলা করে
ভালোবাসার রোদ্দুর
শরৎ আকাশের পেঁজা তুলো মেঘ
ভেসে যায় আনমনে -
সীমান্তে হেসে ওঠে কাশফুল
উৎসবে মেতেছে সবাই
প্রভাতী আগমনী সুরে।

তবুও মনের আকাশে
এক খানা কালো মেঘ
উঁকি দেয় বারে বারে।
নতুন পোশাকে সাজবে সবাই
উৎসবে যাবে ভেসে -
বস্তির ঐ ঘর গুলো তবুও
আঁধারেই থাকে ঢেকে।

ছিন্ন পোশাকে খেলা করে শিশু
মুখেতে অনাবিল হাসি
অর্থ থেকেও হাসির দাম
পারি নি কখনো দিতে -
বোঝে নি এখনো উৎসবে তাদের
আছে অধিকার সবটুকু।

অদৃষ্টের পরিহাসে আজ যারা অসহায়
এসো ধরি হাত সবাই মিলে
উৎসবে মাতি ভালোবাসা দিয়ে -
মুছে যাক সব ভেদাভেদ।
নতুন পোশাকে সাজুক ওরা
আমরা সেজেছি যেমন
হাসিটুকু যেন অমলিন থাকে
চিরদিন চিরকাল ...

শ্রোতব্য-জ্ঞান ও দশপ্রহরণধারিণী

- মোঃহাফিজুর রহমান বিপ্লব (ইথার)(অতিরঞ্জন)

পর্ব একঃ
অজানার উৎসমূলে নীরবে বসে আছেন ত্রিপুরান্তক
নাড়ীব্যঞ্জিত অনাহত চক্রেই দাঁড়াও হে শিব-বাচক।

আদিত্যরূপ ফাল্গুনী হাওয়ায় ভাসে শ্রোতব্য-জ্ঞান
বচনামৃত অজ্ঞাত-তত্ত্ব কীর্তনেই শিব-প্রীতি ধ্যান।

ত্রিমার্গপীঠে সুধাময়ী রূপে আছে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন
সুব্রত মায়ায় সূর্য্য-সাযুজ্যে পাপকঞ্চুক উন্মোচণ।।

অসূয়া-বর্জিত বিবেক হলো শুদ্ধ জ্ঞানের পুরষ্কার
জীবন তুমি হবে কি অংশুমালী?জানাবো নমস্কার!

হে বিভু পরমদেব!দণ্ডধারী!
সাক্ষাত দাও এ দণ্ডিতের-ই বক্ষে;
আমার আত্মমনেই তো তুমি ব্রহ্মা,বিষ্ণু,মহেশ্বর;
যেন ছুটে-ছুটে যাই মুক্তির লক্ষ্যে ।

লীলাবশে চৈতন্যরূপী মহাদেব
করো তুমি নানা-রঙে বিরাজ!
শিব-বেদবাক্যে কাম-মোক্ষলাভ;
আজ ঘুচে শুক্রক্ষয়ের লাজ।

কোথায় আমার আনন্দরূপা গৌরী?
নিত্য প্রাতেই সাজাবো আলোর মেলা
ইন্দ্রজ্যোতি বিশ্বকারণ;গিরিন্দ্রনন্দিনী শিবায়
দেখবে প্রভাতে,আমার-ই সঙ্গম খেলা।
পর্ব দুইঃ
রজোগুণ,তমোগুণে মিশে গেলে পর,জগত কাঁদে চক্ষু-লাজে
কী উপায়?কে যাবে নিখিল বিশ্বে লোককল্যাণ-পুণ্য কাজে?

পশুত্ব আর দেবত্বের ফারাক-জ্ঞানে বুঝে নাও রে মাতৃচরণ
বীর্যজীবী প্রাণ খুলে আসুরিক-সংহারে করো তাঁরেই স্মরণ।

ঐকান্তিক শরণাগতি;মুক্তির প্রসারেই ঘটে অশুভের বিনাশ
পাপের বেদীতে ঢালো পুণ্য-রস,আমরাই হব সত্যের দাস।

শরতে ভাসে সাদা-মেঘের নৌকো;হাওয়ায় জাগরণী স্রোত
হে শিবপত্নী!এসো গো অসুর বধে,তুমি এ ধরার শান্তিদূত।

জাতির নষ্ট কালে রক্তের অপচয়ে মানুষে-মানুষে হানাহানি
দুঃসময়ে এসো গো আনন্দময়ী!প্রণাম!তুমি দশপ্রহরণধারিণী...

শরতের রঙ

- মোনায়েম সাহিত্য

নীল আকাশে মেঘের ভেলা
পেঁজা তুলোর মতো
বাতাস ছেঁড়া খন্ড হয়ে
উড়ছে অবিরত।
হাওয়ার তালে ছুটছে দূরে
শিউলি ফুলের ঘ্রাণ,
শুভ্র কাশের মাথায় মাথায়
দিচ্ছে দোলা প্রাণ।
ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ার
লুকোচুরি খেলা,
মিষ্টি আলোয় গগণ কোলে
মাথা লুকোয় বেলা।
রৌদ্রালোকের বাঁকে বাঁকে
ভাদ্রআশ্বিন ঢঙ
দিচ্ছে মেখে পৃথিবীকে
শরত ঋতুর রঙ।
ভ্যাঁপসা গরম তাপ ছড়িয়ে
পাকছে তালের বুক,
জলের বুকে পদ্ম হেসে
দেয় বাড়িয়ে মুখ।
শাপলা-শালুক দুলে দুলে
ভরায় জলের কোল,
কলমি ফুলের নীলাভ সুখে
পূর্ণিমারই বোল।
সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে
কৃষ্ণচূড়ার হাসি,
হলদে সোনাইল হাওয়ায় দুলে
যাচ্ছে যেনো ভাসি।
গন্ধরাজের গন্ধে আকুল
ধরাতলের মন,
ঘাসের ডগায় হালকা শিশির
করে আলাপন।
আমলকীর পল্লবেতে
পাখির লুকোচুরি,
জলপাইয়ের লাল পাতাটা
বাতাসে যায় উড়ি।
রঙধনুতে আকাশ সাজে
ছড়িয়ে দিতে সুখ,
শরত সাজে ভরিয়ে দিতে
শ্যামল বাংলার বুক।

বোধন

- সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায় (পীযূষ কবি)

(কথা ও কাহিনী অবলম্বনে)

ছেলেটার বয়স বছর আট হবে
রোগা কালো আর চ্যাপটা নাক
নাম তার ফিরোজ শেখ,
তার জন্মের সাতদিন পর
ওর আম্মা যায় মরে
ওর আব্বা আবার নিকা করে
বাড়ি ছেড়ে হয় ঘরজামাই
তাই দাদির কাছেই সে মানুষ,
দাদি গরিব বুড়ি মানুষ
দ্বারে দ্বারে হাত পাতে
নক্সিকাঁথার সেলাই করে
মুড়ি ভেজে দেয় বাড়ি বাড়ি
ভাঙা উনুন গোটা করে দেয়
পাড়ায় ঘুরে ঘুঁটে বেচে,
কাজের মধ্যেও ফিরোজ থাকে
তার মমতার আঁচলে বাধা,
তার যত দুষ্টুমি দাদিকে ঘিরেই।

প্রতিবারের মত এবারেও আশায় ছিলাম
ফিরোজের দাদি ঈদের নিমন্ত্রণ দেবে
কিন্তু কই তারা এল না
ঈদ এসে গেল চলে,
সবুজ পাড়ের সাদা শাড়ি
আর লাল-হলুদ প্যান্ট-জামা
শোভা পাচ্ছে আমারই স্লেফে।
সেদিন ছিল রবিবারের সকাল
বাজারের থলি নিয়ে গেছি বাজারে
সবজি বাজার সেরে যখন
মাছের বাজারে ঢুকতে যাব
এমন সময় দেখি ফিরোজের দাদি
হাত পাতছে আর চোখের জল মুছে,
আমাকে দেখে উচ্চস্বরে কেঁদে উঠল
আমি কিছু বলার আগেই বলল –
আজ দশদিন জ্বরে বিছানা শয্যা
ওষুধ কেনার পয়সা নেই
ওকে তোমরা বাঁচাও বাপ।'
কোন কথা না বলে তাড়াতাড়ি
পকেট থেকে হাজার টাকা নোট
ধরিয়ে দিলে বললাম – ডাক্তার দেখিও,
উনি দু'হাত উপরে তুলে
বিড় বিড় করে চলে গেল।

তারপর কেটে গেছে পনেরটা দিন
আজ মহা সপ্তমী, দুর্গা মায়ের বোধন
নবপত্রিকা স্নানের জন্য ডাক পড়েছে
তাই সকাল সকাল তৈরী হয়ে
বাড়ির বাইরে আসতেই দেখি –
বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে
ফিরোজ আর ওর দাদি,
মুখে নির্লিপ্ত হাসির ঝলক
চোখ দু'টিতে মায়াময় দৃষ্টি
আমাকে জড়িয়ে ধরে বলে –
আমাকে দুগ্গা দেখাতে নিয়ে যাবি
ও নাকি সবার মা !'
নিয়ে এলাম ওদের সঙ্গে করে
শঙ্খধ্বনি আর ঢাকের আওয়াজের সাথে
মঙ্গলদীপে যখন মা'য়ের পূজা হচ্ছে
ফিরোজ তখন লাল-হলুদ নতুন পোষাকে
স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দাদির হাত ধরে,
মা'য়ের মুখে খুঁজে পেয়েছে বুঝি মমতার পরশ
তারই দৃষ্টিতে হল আজ মায়ের অকাল বোধন!

পূজো আসছে

- লক্ষ্মণ ভাণ্ডারী

পূজো আসছে
ঢাক বাজছে
বাজছে পূজোর সানাই,

শারদ প্রভাতে
কচি ধান খেতে
হাওয়া দোলা দিয়ে যায়।

শিউলি বকুল
ফুটে আছে ফুল
নয়নদিঘিতে পদ্ম ফোটে,

পূরব গগনে
অরুণ কিরণে
সোনার রবি হেসে ওঠে।

নদীর দুইকূলে
সাদা কাশ ফুলে
শোভা দেয় চারিদিক,

ঘাসের আগায়
সকাল বেলায়
শিশির করে ঝিকমিক।

গাঁয়ের রাখাল
নিয়ে গরুপাল
মাঠে মাঠে চরায় ধেনু,

বটগাছের ছায়ে
বাঁশি হাতে নিয়ে
বাজায় বসে বাঁশের বেনু।

মহুলের বনে
সাঁওতালগণে
জোরে মাদল বাজায়,

ঘাটের কাছে
ভিড় জমেছে,
ঘাটেরমাঝি নৌকা বায়।

শরতের আগমনে
ফুলের বনে বনে
মৌমাছিরা গুঞ্জন করে,

পূজার খুশিতে
ওঠে সবে মেতে
পুলকে চিত্ত ওঠে ভরে।

অষ্টমীর চাঁদ

- রিঙ্কু রায় (আবৃত্তিকার)

<u>(কথা ও কাহিনী অবলম্বনে)</u>

আজ দুর্গা অষ্টমী
তোর বিদেশে যাওয়া বছর পাঁচ হলো।
এই চৌদ্দতলা ফ্লাটের জানালা দিয়ে
একলা ঘরে রাতের আকাশ দেখছিলাম।
একটা আদখানা চাঁদ উঠেছে শুক্ল পক্ষের !
ঠিক সেদিনের মতো।
যেদিন তুই আমার কোলে আমার ঘরে এলি।
তোর বাবা ভরালো সারাটা বাড়ি আলোর দীপে !
তখন আমরা গ্রামের বাড়িতে থাকতাম।
তুই আমাদের একমাত্র সন্তান।
সারা বাড়িটা জুড়ে উৎসব শুরু হলো।
আকাশে ডানা মেলেছিল সেদিন অষ্টমীর চাঁদ
তোর বাবা বললো তুই আমাদের অষ্টমীর চাঁদ !
এই ঘরের আলোর রোশনাই !
আজ আমি খোলা জানালার ধারে ,
অষ্টমীর চাঁদের আলো জানালা বেয়ে
অন্ধকার ঘরটাকে কেমন ভরিয়ে দিতে চাইছে !
তোর বাবার কথা মনে পড়লো অষ্টমীর চাঁদ দেখে।
সত্যিই কি তুই অষ্টমীর চাঁদ...
এই আলো আঁধারি ঘরটার মাঝে দূর থেকে
দূর্গা মায়ের আরতির ঢাকের আওয়াজ ভেসে আসে।
আর শিউলি ফুলের সুবাস !
এই একলা ঘরটাকে আরো একলা করে দিচ্ছে।
তোরা আমাকে ছেড়ে দিলি কিন্তু এই আঁধার
কক্ষনো ছেড়ে যায়নি আমাকে !
এই আধাঁর বড় আপনার আজ।
খোকা আমার কথা তোর মনে পড়ে ?
অবুঝ মনটা মানতে চায়নারে বড় অবাধ্য।
শুধু তোকে কাছে পেতে চায় ,
তুই ভুলে গেছিস মানতে চায় না।
তাইতো শুন্য দৃষ্টিতে স্মৃতিগুলো
হাওয়ার সাথে ভেসে আসে আমার ফাঁকা ঘরে !
শুধু চোখ ভরে আসে জলে।

তোর কলেজের দিনগুলো ,
সেদিন কতো স্বপ্ন দেখতিস !
আমি আর আলাদা করে কোনো স্বপ্ন দেখিনি।
মনের সঙ্গে মন, হাসির সাথে হাসি,
দুখের সাথে দুখ তোর সঙ্গে আমার
অদ্ভুত ভাবে এক হয়ে গিয়েছিল।
একটা ঝোলা কাঁধে ঝুলিয়ে নিতিস ,
আমি হেসে বলতাম ,কি আছেরে ঝোলায় ?
সর্বক্ষণ বুকে আগলে রাখিস।
তুই বলেছিলিস যা আছে
তুমিতা খালি চোখে দেখতে পাবেনা মা !
আরো আছে রবি ঠাকুর জীবনানন্দ
শক্তি সুনীল নজরুল আরো কতো কি
বললাম আরো ...কি রে বুঝিয়ে বলনা।
যা খালি চোখে দেখতে পাইনা ?
জেরাজেরি করাতে বললি ,
জানো মা…এই ঝোলাতে আছে
সততা, বিবেক,ন্যায়,শান্তি…
শুনতে শুনতে তোর কথায় হারিয়ে গেলাম !
বললাম পারবিতো সারাজীবন ধরে রাখতে ?
অমূল্য সম্পদগুলো তোর ঐ কাঁধের ঝোলায়।
ও হেসেছিলো ,আর আমি ভেবেছিলাম ...
ছেলে আমার কি অসীম সম্পদের অধিকারী।
সেদিনও চোখ ভরে এলো জলে।

অবশেষে তোর ইচ্ছে পূরণ হলো।
তুই বিদেশে চলে গেলি।
ফোনে কত কথাইনা হতো ,
কত বড় পদে তুই সুপ্রতিষ্ঠিত।
ওখানকার সংস্কৃতির কথা ,
ওখানকার মানুষের গল্প বলতিস ,
বিলেতে গিয়ে এক মেম সাহেবের সঙ্গে
মেলামেশা গভীর হল তোর।
তুই আমাদের না জানিয়ে বিয়ে করলি।
কিছুদিন চুপচাপ থাকার পর ,
একদিন সে কথাটা ফোনে জানালি আমাকে।
জানতিস মা নিশ্চয় মেনে নেবে ,
বললি,বাবাকে আমার বিয়ের কথাটা বোলো মা।
নিশ্চয় ভুল বুঝবেনা আমাকে ,
বোলো দেশে গিয়ে বড় পার্টি দেবো।
কথাটা শুনে কি বলব বুঝলামনা।
মনে বললাম তোদের ভালো হোক।
অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্ব ঝেড়ে মুছে ,
কথাটা বলেছিলাম তোর বাবাকে।
তোর বাবা সংবাদ শুনে নিরুত্তর ছিল।
পরে বলেছিল আমাদের খোকা
আজ সত্যিই মানুষ হয়েছে !
চোখের কোনায় আবার জল এলো।
বুঝিনি এ কোন কান্না..
কোন কান্না সুখের, আর কোনটা দুখের !

তোর বাবা যেদিন স্বর্গ রথে চলে গেল ,
বলে গেলো ভালো থেকো ,জয়া।
বললাম সঙ্গে নেবেনা ?
সে উত্তর আর এলোনা।
একবুক অভিমান হল আমার ,
অভিমান, দেখবে কে…
মনে পড়ে, তোর বাবার চলে যাওয়ার দিন ,
ডাক্তার বলল আর নেই।
হৃদরোগে সে চলে গেল।
মনে হয় বোবা কান্নাগুলো জমতে জমতে
হৃদয়টাকে স্তব্ধ করে দিল তোর বাবার।
সেদিন প্রকৃতিতেও দুর্যোগ ঘনিয়েছিলো।
রাতের আঁধার দমকা হাওয়া
তার সাথে বাঁধভাঙা বৃষ্টি।
আমি তোর বাবার নিথর দেহটাকে
একলা নিয়ে বসেছিলাম সারারাত।
বাইরে বইছিল অঝোড় ধারা , আর মনে
তোর অপেক্ষায় ছিলাম
তুই সকালে যখন বললি শোনো মা...
আমার আসা হবেনা ,অফিসের অনেক দায়িত্ব
এভাবে গেলে ক্ষতি হবে।
একটা বড় প্রোজেক্টের কাজ চলছে।
আমি সেদিনও তোকে কোনো উপদেশ দিই নি।
তোর বাবার দেহটা জ্বলে গেল।
সঙ্গে আমার বুকটাও ছাই হয়ে গেল।
সেদিনও আমি একলা ঘরে কাঁদলাম।
মনের যত কান্না ছিল সবটা দিয়ে।

তারপর ধীরেধীরে চোখের জল শুকিয়ে গেল।
একেবারে খাঁ খাঁ মরুভূমি !
কয়েক মাস পরে, মেম সাহেবকে নিয়ে
যখন ঘরে ফিরলি, বললি কেমন আছো মা...
বাবার কথা খুব মনে পড়ছে।
তোকে কোনো উপদেশ আমি সেদিনও দিইনি।
তুই বড় পার্টি দিলি।
কত বড় মাপের সব মানুষ এল।
বউমার সঙ্গে সবার পরিচয় হল।
এমনি করেই বেশ কিছুদিন গেল
একদিন বললি তুমি সাবধানে থেক মা ,
আমাকে এবার ফিরতে হবে।
হঠাৎ করে বুকটা কেঁপে উঠল আমার।
ভেবেছিলাম তুই আমাকে একা ছাড়বি না।
সব ভুলে আবার আশা করেছিলাম।
যাবার আগে তোকে একলা ডেকে বললাম।
শুধালেম খোকা তোর কাঁধের ঝোলাটায়
একটা মস্ত বড়ো ফুটো কেন !
তুই খানিক নাড়াচাড়া করে বললি কই নাতো।
বললাম ভাল করে দেখ ,
অবশ্যই ফুটোটা দেখতে পাবি।
তোকে কিছুক্ষনের জন্য কেমন বোকা দেখাচ্ছিল।
যেমন মায়ের কাছে ছোটোবেলায় বোকা হতিস...
আমি আর তোকে দ্বন্দ্বে রাখলাম না।
বললাম তোর ঐ ঝোলার ফুটোটা
খালি চোখে দেখা যায় না বাবা !

লক্ষ্য করেছিস যে সম্পদ গুলো তোর ঝোলায় ছিল ,
সেগুলো আর নেই,
মনে পড়ে তোর….সততা, বিবেক,ন্যায়,শান্তি…
যেগুলো তুই একদিন বয়ে বেড়াতিস
সেগুলো আর নেই….
ঝোলাটা ভালো করে খুঁজে দেখ।
কখন ঝোলাটার ফুটো দিয়ে পথের ধূলায় হারিয়ে গেছে
তুই বুঝতেও পারিসনি !
আবার আমার মরুভূমি চোখে এল জল।

যাবার সময় বললি প্রণাম করে
খুব তাড়াতাড়ি আবার আসব মা।
বললাম একটা কথা আছে ,
তোর কাছে কোনোদিন কিছু চায়নি আমি ,
আজ একটা কথা রাখবি।
পারিস যদি হারানো সম্পদগুলো আমায় এনে দিস
সততা, বিবেক,ন্যায়,শান্তি…
খুঁজে নিয়ে আসিস ..আমি অপেক্ষা করবো।
অপেক্ষা করবো জীবনের বাকি দিনগুলো…
তা নাহলে আর কোনোদিন আসিসনা ,
আর কোনোদিন না….কক্ষনোনা !
সেদিন চোখ আমার ঝলসে উঠেছিল।
যে আগুন আমার চোখ জুড়ে জ্বলে উঠছিল !
তুই কোনোদিন দেখিসনি সে আগুন..
সে আগুনে ক্ষণিক আহত হয়েছিলিস তুই !
তার চেয়ে বেশি আহত হয়েছিলাম আমি !
তারপর … তুই চলে গেলি …
দিন যায়.. মাস যায়.. বছর…
আমি বসে থাকি
খোলা জানালার পাশে…অন্ধকারে …
নিথর নীরবতার গ্রাসে…

পরমোৎসব

- অদিতি চক্রবর্তী (অনিন্দিতা)

দোলে কাশফুল, কবি মশগুল,
পিঠে খোলাচুল কী বিভঙ্গে!
শরত এসেছে আজি বঙ্গে।
ঢ্যাম কুড়কুড়, মিঠে রোদ্দুর,
সাথে শত্তুর নাচে রঙ্গে!
মিলনের অনুসঙ্গে।
কেউ কাঁদছে, কেঁদে মরছে,
মরে বাঁচছে যেভাবেই হোক!
দুচ্ছাই,ওরা ছোটোলোক!
কেউ হাসছে,ভালোবাসছে,
নয় ভাসছে নেচে গেয়ে ফোক!
অভিনয়গুণে প্রতারক।
মুখ মুখোশে,সুখ আপোসে,
শুয়ে ও বসে ফুঁসি পালঙ্কে
লিখি কবিতাও কষে অঙ্কে।
ভিজে বারুদে, সুখী শারদে,
প্রিয় গোঁদ টির ফোঁড়া শঙ্কে !
জ্বলি আগুনে আর আতঙ্কে।
বাজে বদনাম, মিছে শিরোনাম,
কীই বা ডান-বাম, দেখি বিকতে!
সব সাজানো ঘটনা মিথ্যে।
ওরা সতীনা, এরা সৎ না,
মতে মেলেনা চুনকালিতে!
ফুটো প্রদীপের পোড়া সলতে!!
বাঁজা তর্ক, ওটা স্বর্গ,
ভরে মর্গ প্রাণ যাই যাই!
চুপ,চোখ বুজেছে সব্বাই।
ভোরে শিউলি, রাতে চামেলি,
অহরহ চলে দালালিতে ধরতাই!
পরমোৎসবে আর কি কি চাই?

আগমনী

- দীপঙ্কর বেরা

অপেক্ষার ধারাপাতে আমাদের বসা আছে
গান গান মূর্ছণায় তোমাদের যাওয়া আসা লেগে থাকে
ভাবছি এবার যন্ত্রের সাথে দানব মিলে
একটা দুর্গা রহস্য বানিয়ে
এবারের উৎসব উৎসব খেলায় সবাইকে জুড়ে দেব।

সে হয়তো কিছু নাম মাহাত্ম্য
লুকানো অবয়বে ফুটে থাকা
কাশ শিউলি পদ্ম উপাচারের পদক্ষেপ গুনবে
রাস্তার ধারে সেই একই সংকীর্তন
নতুন গন্ধে নিজস্ব বিতরণ করবে
তুমি আমি আঙিনায়
আমার কোমরে তুমি দুলবে
তোমার কোমরে আমি দুলবো।

যারা ফিরে গেছে তারা সবাই
যারা ফেরে নি তারা মুখ লুকোচুরি
মণ্ডপের আড়ম্বর মাত্র

ভিন্ন মাত্রায় বিনম্র ছন্দ
আমাদের শারদীয়ার আগমনী।

নগ্ন শারদীয়া

- ড. সুজিতকুমার বিশ্বাস

বর্ষা মরশুম শেষ; প্রকৃতি উল্লাসে-
বড়ো মাতোয়ারা দেখি; রোদ্দুরের রঙ্গ
এখানে বদলে গেছে। মেঘেদের সঙ্গ-
দুর্গার জন্য অপেক্ষা; পূজা কাছে এসে।
পুজোর প্রেমের কথা, ঐতিহ্যের সুর,
গল্পের ঝাঁপি সাজায় প্রথম প্রভাতে;
অপারমহিমা দেখা কালজয়ী সাথে-
সকলে আপন করি, কাছে আসে দূর।

শ্রীবৃদ্ধি, সমৃদ্ধি আর আপন অঞ্জলি-
উপহার, সমাহার সকলের তরে;
উৎসব প্রতিদিন, সন্ধ্যা কথাকলি-
দেবীর চরণতলে, প্রতি ঘরে ঘরে।
প্রতিমা ঘরেতে আজ নগ্নরূপে দেবী;
তাহাতেই সমর্পিত সুন্দর পৃথিবী।

দুগ্গা মা

- অরূপ গোস্বামী

হে মা দুগ্গা, দুগ্গা মা গো
ছাড়'ন ইবার অসুর
বল' ন কেনে মরছে গরীব
নাই' খ কনও কসুর।
অসুরটোকে মারে কি আর
বদলে দিবি সংসার ?
হাজার অসুর জন্মাছে রোজ
ইধার উধার চারধার।
বিষ মিশান সবজী চাউল
ভেজাল গরুর দুধ
মানুষ হয়ে মারছে মানুষ
পৈসা ন্যাশায় বুঁদ।
দিন দুফুরে একলা পাল্যেই
লুটছ্যে বিটির মান
রুখতে গেলে আমজনতার
লিয়েই লিছে জান।
গায়ের জোরে জমির দখল
গরীব চাষি ফকির
পৈসা থাকল্যে কোটকাছারি
আইন পেঁদা ফিকির।
কঁচি ছিল্যা চায়ের গেলাস
ধুছ্যে অভাব জ্বালায়
রাত্যে দিনে দকান মালিক
বাপ-মা তুল্যে শাঁষায়।
বিহার পনে চারচাকা চাই
নগদে তিন লাখ
নাই' ত করে শাওড়ি স্বামী
বৌকে পুঁড়ায় খাঁক।
পারবি কি মা কত্তে নিকাশ
অসুর ঝাড়ে মুড়ে ?
তবেই মানুষ দুগ্গা মাকেই
পূজব্যে জগত জুড়ে।

আগমনীর অপেক্ষায়

- সমরেশ সুবোধ পড়্যা

বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য, আষাঢ়-শ্রাবন -
গ্রীষ্মের দাবদাহ আর বর্ষার প্লাবন।
ঝড় ঝঞ্ঝা আর সাথে দীর্ঘশ্বাস -
কষ্টের দিন পার করি এই চার্-চারটি মাস।
ঘাম আর কাদার প্যাচ প্যাচানি -
আনন্দ উৎসবে ও আঁকি বন্ধনী।

আশায় থাকি দুর্যোগের হবে শেষ -
অসহ্য যন্ত্রণার থাকবে না কোনো লেশ।
দেখে চারিদিকে কাশ ফুলের বাহার -
স্বপ্নে শরৎ! ভুলে যাই নিদ্রা আহার!
আনন্দে উৎফুল্ল মনে, দেহে এলো নতুন প্রাণ -
মায়ের পুজোয় - সকল কাজ হয় আসান।

শুরু হবে আনন্দের কোলাহল -
ভিড় বাড়বে দোকানে - সুসজ্জিত হবে কত মহল।
নতুন কাপড় পরবো এবার - আমরা সবাই জানি -
পূজার আনন্দে সবাই সমান - কি গরিব কি ধনী।
নানান দেশে হয় এই উৎসব, নেই কোনো এক জাতি -
জাত-পাত, ভেদাভেদ ভুলে - সবাই এই উৎসবে মাতি।

ডাকি, এসো হে জগৎজননী, জগৎ মাতা -
এসো সুখের আগমনী, সকল বিপদের ত্রাতা।
ডাকি মাগো, তোমায় অঞ্জলি ভরে -
কয়েকটি দিন থাকো আমার ছোট্ট ঘরে।
সকল রোগ-শত্রু বিনাশ করে -
যেও আমায় বিপদমুক্ত করে।

সুখের সাগরে, ভাসতে চায় সবাই -
সারা জীবন, সুখসাগর খুঁজে বেড়াই।
অনেকে বঞ্চিত, জীবনের সকল সুখ থেকে -
তাদের রয়েছে শরীর, দুঃখের চাদর ঢেকে।
তাদের তুমি সুখী করো - এই আমার প্রার্থনা,
সুখের সাগরে যেনো ডুব দেয় একবার - ভুলে সকল যন্ত্রণা।

এসো মাগো - আর দেরি করো না !

এসো এ ধরিত্রীর সমতল উৎসবে

- মোঃ ফিরোজ হোসেন

আজি উৎসবে ঝলমল আলোকিত
আতশবাজির উল্লসিত শব্দমিছিল
হেথা-হোথা বিপুল জনস্রোত, জনসমাগম
আনন্দ প্রবাহের শনশন কলকাকলি
বিমোহিত মননের মনুষ্য চেতনে
প্রত্যাশার সুউচ্চ উজ্জ্বল আবাহন
তবু আকাশের এককোণে
অস্বচ্ছ মেঘের ঘনঘটা
কেন জানি বারবার টেনে নেয়
অতীত স্মৃতিঘন কাল-বেলা
আনন্দ উৎসবের মিলন মেলা
সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হস্তমুষ্ঠি
গেয়ে যাই তারই জয়গান
আমরা মিলেমিশে বন্ধু রব
এসো তবে
একে একে সবে মিলে একাত্ম হই
প্রিয় এ ধরিত্রীর সমতল উৎসবে।

তবে চন্দন ধুপ

- বালুচর

আসছে দেবী দশভূজা
মর্তে নিয়ে বর
কুমারীদের ছিঁড়লে শিকে
গড়বে নতুন ঘর।

দেবী শুধু বর নিয়ে আয়
এলে আশ্বীন মাস
কুমার যেন বউকে ছাড়া
করতে পারে বাস।

এমন হলে কেমনে ধরে
পুরুষ মনে শ্রী
দোহাই দেবী দিসনে করে
বাড়তি একেক স্ত্রী।

পুজো দেব গয়না দেব
ধরবে নতুন রূপ
সবার মনে রঙ ধরিলে
তবে চন্দন ধুপ।

আমার উঠোন ছুঁয়ে যেও মা

- শীতরুণ

ধুয়ে রেখেছি পুরাতন মাদুরখানি
কাঁঠালকাঠের পিঁড়ি, পিতলের ঘটি বাটি,
কলসি হয়েছে ফুটো, এনামেলের কিনেছি একখানা,
তারও কি দর কম ? নগদ দুইশ টাকা !
ধারে নিলে বেড়ে যায় খাতায় কলমে,
তবু ভালো ছোট দুটি ইস্কুলে যায়
দুপুরের খাওয়া জুটে, চার মুঠো চাল বাঁচে ঘরে ,
শ্বশুর হাঁপের রুগী সারা দিন কাশে
শাশুড়ি ঘুঁটে দেয় লোকের দেওয়ালে
আমার না হয় হোক, তার যেন এক খানা কাপড় হয়
সায়া নেই, জামা নেই, ছেঁড়া গামছা গায়
আসছে শীতে বড় কষ্ট হবে সে বুড়িটার ।

কর্তা আমার দিনরাত মেহনত করে, ষ্টেশনে বাজারে
মাল বয় কত আর পায়, তার থেকে পেট কেটে টাকা
জমাই মাসে, ভ্যানরিকশা হলে মাগো দুঃখ যাবে ঘুচে
তিন গুন আয় হবে মাল বইবে বেশী, দুবছর পর খোকা
আমার বাপের হবে জুড়ি
কিন্তু তবু জমে যেটুকু, বন্যা ভাসিয়ে যায়,
কুটুমবন্ধু আসলে ঘরে,রোগে ওষুধপালায়

আতপ চাল চেয়ে এনেছি বামুনবাড়ি থেকে
তোর পায়ের ছাপ আঁকবো মাগো সারা উঠোন মেপে
শুনেছি মা তোর সংসারে কর্তা বড় বেচাল
ভুত নাচানি গেঁজেল স্বামী, নেশার কাটে কাল
অন্নপূর্ণা বলে মাগো কষ্ট কিছুই নাই
দুহাত ভরে দিয়েছিস কত, অনেক ভাগ্যবানেই

হিংসা করিনা মাগো, গোঁসা কিছু নাই,
যাদের দিয়েছিস বেশী, তাদের রোশনাই
বড় বুকে লাগে
ভালো তারা হয়তোবা আমাদের চেয়ে,
আলিসান প্যান্ডেল করে তোর পূজা করে,
আমরা গরীব গোবরা কি ক্ষমতা আছে
'থিম' সিম কত কিছু দেখাবো তোর কাছে

শরৎ আসে মেঘের ভেলায় ঝলমলে আকাশে
মোদের বুকে সুখের সাথে দুঃখ গুমরে ভাসে
হোক না সে সাদা ফেনা, তবু তো সে মেঘ
আছে জমা জল তায় যেন বুকের আবেগ
কান্না হয়ে ঝরে যদি , নিও না অপরাধ
আমার উঠোন ছুঁয়ে যেও মা, এই টুকু মনে সাধ
তোমার আশীর্বাদের কনায়, আমার ঘর হবে আবাদ ।

দূর্গোৎসব

- রুনা লায়লা

ছেঁড়া বস্ত্র পরিধানে
পাদুকা নেই চরণে,
খেয়ে না খেয়ে চলে দিনরাত
পরিচয় তার ফুটপাত।

বাবা না ফেরার দেশে
মা সুখের অন্বেষণে পরিশেষে,
টোকাই বলে পাড়ার লোকেরা
ছোট্ট ছেলেটি জীবন যুদ্ধে দিশেহারা।

এভাবেই কাটে চৈত্র-বৈশাখ
মা দূর্গা এলে বাজে ঢাক,ঢোল,শঙ্খ
যদিও অভাগা পায় না পূজার সাজ,
তবু ও উৎসবে মাতে ফেলে কাজ।

শারদীয়ায় তার মনে পুলক জাগে
গাইবে গান কে কার আগে
এসো,এসো মা ত্রৈম্বক্যে,
দেবী দূর্গা দূর্গতিনাশিনী
গ্লানি,দুঃখ,দুর্দশা বিনাশকারিনী।

এসো মা বসো ঘরে
"দূর্গোৎসব" এলো বছর ঘুরে,
আজ ধনী-গরিব এক হবে
জয়ধ্বনি করবে সবে।

ভক্তি,ভোগ,বিলাসে প্রাণে প্রাণে খুশির সুর
বিদায় হবে মহামায়া অসুর
নাচে গানে মুখরিত শারদীয় উৎসবে,
দূর্গা-দৈত্য,বিঘ্ন,রোগ,পাপ,ভয়-শক্তি দূর হবে।

আজ সার্বজনীন ভাবে দূর্গা উৎসবে হবে যে মহামিলন
যত্ন করে গড়বে যে মায়ের আসন,
টোকাই আজ ভাসবে সুখের বন্যায়
বিশ্বে শুধু শান্তি আজ দূর হবে যত অন্যায়।

শরতের উৎসব

- যোগেশ বিশ্বাস

নীল আকাশে তুলোর রাশি
স্বপ্নের খেয়া বাঁধে
ভোরের শিশির দূর্বাদলে
উন্মুখে চেয়ে থাকে
শিউলির শাখা নত ফুল ভারে
সুবাসিত করে রজনী
কাশের বনে ধবল জোস্না
প্লাবিত করে ধরনী
উল্লাসহীন উৎসব আসরে
প্রকৃতি নিরব প্লাবনী।

নদীর দুকূল প্রাচূর্য্যে ভরা
ছাপিয়ে রাখার প্রস্তাব
প্রকৃতি সাজে ঋতু সম্ভারে
মানুষের ঘরে উৎসব;
চাষীর ঘরে বছরের শেষে
পাকা ফসলের আঘ্রাণ
অন্নদাতার আশীর্বাদে
সু-রসনায় সু-ঘ্রাণ
নব অন্নের খুশিয়ালিতে
জীবন জোয়ারে প্রাণ।

বাউলিয়া মন ঘরের বাইরে
উদাসীর খোঁজে বেড়ায়
মাধবীলতার শেষ খোকাটা
আরও কিছু দিতে চায়
আগমনী সূধা সন্দেশ আনে
উৎসব-তান সঙ্গীতে
আসবেই উমা মানেকার ঘরে
শরত শিশির প্রভাতে
ঢাকীর বাদ্য তাই অবাধ্য
দিন রাত কাটে অজ্ঞাতে।

এ সময় যেন সুর না কাটে
অসুরীয় বাগাড়ম্বরে
দুঃখ থাকবে সুখের দোহারে
নানা ফুল-মালা সম্ভারে
অন্নপূর্ণা আঁচলের ছায়ে
সন্তান-প্রীতি সুখের আশা
আনন্দধাম সর্বোত্তম
মানস প্রীতির সহজ ভাষা
সুক্তির বুকে মুক্তো জীবন
সহজ লভ্য ভালোবাসা।

শারদ প্রণাম

- হরষিত দেবনাথ

হে শরত ! প্রণাম তোমায় ,
প্রণাম তোমার ঝরে পড়া ওই শিউলির বীথিকায় ।
সবেমাত্র নির্ঝরিত শিশিরের বিকশিত জ্যোতি ,
তাকেও জানাই আমি এ শরতে অনাবিল নতি ।
বর্ষায় ধোওয়া-মোছা সরস প্রকৃতি–
জাগায় হৃদয়-মাঝে বিক্ষুব্ধ ভকতি ।
তবু তাকে এ শরতে জানাই প্রণতি ।
সরসী-কমলদলে শরতের হাসি
শারদীয়া মহোৎসবে সবটুকু বেদনাকে নাশি'
অভিযুক্তা অধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রতি
সকলের সাথে তাকে জানাই প্রণতি ।
মহোৎসবের আলিঙ্গনে ফেটে পড়ে হৃদয়ের হাসি ,
নিরন্ন মানুষের কান্নার রোল ভেসে আসি'
মনটাকে করে তোলে আরো ব্যথাতুর ,
অথচ বিশ্বমায়ের দিগন্ত মুখরিত আগমনী সুর
ভেসে এল দুয়ারের একেবারে কাছে
তবু সেই মহানন্দে এই মন কভু নাহি নাচে ।
অক্ষম অযোগ্যা মায়ের পাষাণ মূরতি ,
তবুও জানাই তাকে পবিত্র প্রণতি ।
নিষ্প্রাণ পাষাণী মা ! তুই কাদের তরে বল্ ?
লক্ষ টাকার বেদির পরে আছিস অবিচল !
বেশ তো খাসা নামটা জগন্মাতা !
বিশ্বে বুঝি ধনীর বাড়ি স্বর্ণ আসন পাতা ?
তা হলে আর তোর চরণে ফেললে আঁখিজল
কী লাভ হবে বল !
তবু বলি–যদি পারো এ জগতের নাশিতে দুর্গতি ,
নিস্ তা হলে এ নিঃস্বটার সশ্রদ্ধ প্রণতি ।

আজ আর থীম প্যান্ডেলে নয়

- আন্তরিক

একদিন চল না বেশ, আমার সাথে!
বেরিয়ে যাই দিকশুন্যপুর!
চল যাই হারিয়ে, এ শহর ছাড়িয়ে,
পায়ে পায়ে চলে অ-নে-ক দূর।

ধরো আশ্বিন মাসের কোনো এক কাক ভোরে,
যখন শুকতারা জ্বল জ্বল করছে আকাশের গায়।
তখনও ঐ কাগজ-কুড়ানো-ছেলেটির
দু-মুঠোর ক্লান্ত রাত শেষ হয়নি রাস্তায়।
স-ব ল্যাম্প পোস্টের চোখে চোখে
জমে আছে রাত জাগা ঘুম
পৃথিবী তখনও কত নিরব, নিঝুম!

আজ আর থীম প্যান্ডেলে নয়,
এসো, দেখব আজ পুজো এসেছে:-
সকালের প্রথম রোদ্দুরে,
স্কুল ছুটির বেঞ্চ উল্টোনো অলস বারান্দায়,
নিজের মনে ছুটে চলা শহরতলির ঘুমন্ত ট্রেনের কামরায়,
দূ-রে ধানকাটা ফসলের ধূসর আবছায়ায়,
সবকিছু মিলিয়ে যাওয়া দিগন্তের পারে ঐ ঠিকানায়,
নিরালায় অভিমানী বাঁকে গ্রামের নিবিড় তালসারিতে,
ঘাসের উপর খেলে যাওয়া শরতের উদাস হাওয়ায়
ঢাকীর ঢাক বাজে কোথাও,
সোনালী আলোয় প্রকৃতি ধুয়ে যায়।

দশমীর সাথে হবে উৎসব শেষ
আবার মলিন হবে মানুষের মন।
দিকশুন্যপুর তবু ডেকে নেয় কাছে,
যদি যেতে পারি সে পথে ভুলে একদিন,
কারো মন তো অসীম অনন্তের পথে যেতে চায়!
শুধু মনে হয় কার কীএসে যেত
মানুষ যদি এমন সহজ হতো
যেমন মাতোয়ারা হয়ে আজ শরৎ এর উৎসবে ধায়
হিংসা ভুলে অসুরও যদি,
হা হোসেন আক্ষেপে বিনম্র হতো
বাবরি মসজিদও বুঝি বেঁচে যেত,
মা দুর্গার ত্রিশূল খোঁচায়!

দ্যুষ নিবিনা

- মল্লিকা রায়

ভীষণ ঘটা বিসর্জণের
লায়নে আচি বাপ্
ক্যুনট্য লিব মায়ের ভোগের
ক্যুন্ দাবীতে ভাগ?

লিস্টি জবর বচর বচর
চর্চা অভিনয়
ঘর গোছাওর জপচি মালা
যেমনটি মন চায়।

বাপের দাবী মুকুট হীরে
দেওরা মুক্ত হার
নন্দা ভাজের বহর বেওয়া
হাতের অলংকার।
মিনসে দেছে জোড় মওকা
অস্ত্রগুলায় মন্
শিঙার ফুঁ'য়ে বাজবে মাদোল
মায়ে'র সিংহসন।

দু'ই পাশে দু'ই ময়ূর নাচন
মীরজাফরের চাল্
শলা'র ঘরের কোপ বস'য়ে
পূজার ফলাফল্ ।

ছ্যা'লের নামে অষ্টমী ভোগ
ন'য়ের ছলাকলা
সপ্তমী ভোগ বৃথায় গেল
বেবাক পূণ্যিগুলা।

সাজিস নে মা দ্যা'শের ছওয়াল
জবর লোভাতুর
শূণ্য ঘরে'র লোভের যোগান
ভাগ্য মীরজাফর।

কন্যেরা তোর মায়ের জাতি
পতির পরম প্রাণ্
জীবন সঁপে ঘোর আঁধারে
রুখবে কূলের মান।

যা ভেসে যা সব চুঁকয়ে
অথৈ বিসর্জণ
মায়ের নামের শেষ ঠিকানা
শুধুই নিরঞ্জন ।।

দেখেছি শুধুই শুভ্রতা

- পি.কে. বিক্রম

না প্রিয়তমা! আজ কোন অভিযোগ নেই
নেই কোন অভিমান
আগত দিনের কথা ভেবে
সব কিছু সুন্দর করে দেখবার চেষ্টা
অবিরত রেখেছি।
শারদ শুভ্রতা আমাকেও অনাবিল শুভ্রতা এনে দেয়
তোমার জন্য কাশবনে
কিংবা কুঞ্জবন হৃদয়ে না বলা কথা বলেছি সংগোপনে।
এখনো মধ্যরাতে একা অজানা পথা হেঁটে যাই..
এখনো পূর্ণিমারাতে জোছনা প্লাবিত আলোয় খুঁজি নিজেকে।
অনুযোগ নেই যদি বলি, অভিযোগ নেই যদি বলি
ভালোবাসা কি তাহলে সত্যির কাছে জয়ি হয়?
না প্রিয়তমা এটা হবার নয়
অনুযোগ অভিযোগ হয় শুরুতেই ছিল
হয়তো এখনো আছে নদীর মতোই চলমান...
ভালোবাসার কাছে যদি পরাজিত না হয় থাক
যদি মানুষ হয়ে জীবনকে জয় করবার চেষ্টা না করে থাক
তাহলে কি আর সেটাকে কেমন করে বলবে ভালোবাসা? আমি মানুষ
মমতাময়ী আমি।

ঝলমলে সোনারোদ

- অমিতাভ শূর

ঝলমলে সোনারোদ উল্লসিত ধরা ...
পদ্ম দীঘির কালো জল ফুলে ফুলে ভরা।
মেঘবালিকারা চলে আঁচল উড়িয়ে
দুর দুরান্তে নীল অসীম অনীলে।

ফুলে ফুলে কুঞ্জবনে – গুঞ্জরে ভ্রমর ,
দোলা লাগে কাশবনে – এল যে শরৎ ।
বর্ষা শেষে চরাচর সবুজ সতেজ –
নুতনেরে দেয় ডাক ঘাসফুলে ফুলে।

হৃদয় বীনাখনি কোন সুরে বেজে উঠে
সপ্ন দেখে যে মন সৃজন্ উৎসবের।
দুহাত বাড়ায়ে ডাকে নবীনা ধরনী
বকুল বিছানো পথে প্রেমের সরনী।
আরও আরও প্রেম আছে ....
আরও যে জীবন ,
আছে নতুন দিনের দিশা....
ওই ঘাসফুলে ফুলে।

ঝলমলে সোনারোদ উল্লসিত ধরা ...
পদ্ম দীঘির কালো জল ফুলে ফুলে ভরা।

দুগ্গোৎসব

- মৌমিতা মজুমদার

ওই যে একটি ছোট ছেলে ,
দেখ কাঁদছে,
নাক দিয়ে জল পড়ছে,
গায়ে ছেঁড়া জামা,
পরণে প্যান্ট নেই।
আর আমরা উৎসবে মেতেছি।
দুগ্গোৎসব-
বাঙালির প্রধান উৎসব।
আনন্দ আমাদের ধরে না,
হৈ হৈ করছি।
আমি শুধালেম তাকে,
কিরে কাঁদছিস কেন?
বললো তিন দিন খায় নি.
খুব খিদে পেয়েছে।
মা নাকি ভাঙা ঘরে,
ঘুমিয়ে আছে.
তিন দিন ধরে,
উঠছে না.
বুঝলাম যা বোঝার।
তার সাথে তার ঘরে গেলাম।
ঘরের চাল নেই।
বেড়াগুলি ঝুলে পড়েছে।
বৃষ্টির জল পড়ে,
ঘর আর ঘর নেই.
কেউ আসে না,
তাদের দেখতে।
খাবার চুরি করতে গিয়ে,
ধরা পড়েছে।
বেদম মার্ খেয়েছে।
তাও কেউ খাবার দেয়নি।
ও...আমরা তো উৎসবে মেতেছি।
দামি দামি কাপড় কিনছি।
একটা নয়, দশটা।
রেস্তোরাতে বসে মজলিশ করছি।
বাড়িতে দামি আলোর,
বাতি লাগিয়েছি।
আমরা, হা ! হা ! উৎসবে মেতেছি।
কেউ একবার চোখ
তুলে চারপাশ দেখিনি।

কত দুস্থ মানুষ,
খেতে পায় না,
পরণে কাপড় নেই,
আমাদের কাছে তাদের,
কিছু হাতে তুলে দেওয়া ,
বড়োই অপ্রয়োজনীয়।
তখন আমাদের টাকা নষ্ট।
আছে আমাদের অঢেল,
উৎসব পালন করার।
ক্লাবে, ক্লাবে, চাঁদা দেবার।
জাকজমক করে প্যান্ডেল সাজাবার।
আমরা উৎসবে মেতেছি।
কেউ আসে না এগিয়ে,
একসাথে মিলেমিশে,
দুস্থদের মঙ্গলে চাঁদা তুলতে,
পুজোর তিন দিন,
নুতন কাপড় দিয়ে
তাদের বরণ করতে।
তাদের খিদে মেটাতে।
আমাদের একদম সময় নেই,
দুস্থদের দুঃখ দূর করবো,
আমাদের কি খেয়ে কাজ নেই!!!
নানা--আমরা উৎসবে মেতেছি।
আমরা আত্মহারা।
আমাদের লাগে জাঁকজমক ।
পুজো এসেছে।
গাড়ি হাঁকিয়ে আমরা পুজো দেখবো।
'মা' কে বরণ করবো।
'মা' কি তাই বলেছে?
'মা' কি সত্যিই খুশি তাতে?
না না- আমরা উৎসবে মেতেছি।

আগমনী বার্তা

- পৌলমী মুখার্জী

হিমের পরশ জানান দেয়
কাশ বনেতে খুশি ছড়ায়,
মিঠেল রোদ সুর মিলিয়ে
আগমনীর বার্তা জানায়॥

রুপালী মেঘে ছেয়েছে আকাশ
শিউলি গন্ধে সিক্ত বাতাস,
মোদের মনে জাগছে উচ্ছাস
প্রকৃতি তারই দিচ্ছে আভাস॥

পদ্ম শালুক হাওয়ায় দোলে
মন মেতেছে নব হিল্লোলে;
প্রকৃতি রূপের এমন ছটায়
দেবী পক্ষের আভাস মেটায়।।

ঢাকের আওয়াজ বাজছে তাই –
ঢ্যাং কুরাকুর কুর,
আসছেন মা আবার ঘরে
নয়কো বহু দুর।।

আসবে মা, দেবে আশিস,
মোদের নেবে কোলে টেনে;
প্রহর গোনা শেষ হবে মোদের
দেবীর অসুর নিধনে ।।

নিত্যদিনের ব্যবধানে শারদোৎসব

- রুমা ঢ্যাং

খড়ের শরীরে লেগে গেছে মাটির প্রলেপ,
মাটির শরীরে মানুষের ইচ্ছার রঙ।
এসেছে কাশফুলের দোলার দুলকি হাওয়ায়
তোমার আমার শারদীয়ার আনন্দ শমন।
তাই সাময়িক যতিচিহ্ন টানো...

কিছুটা রঙ ছড়িয়ে দাও ধুলোয়,
ধুলোকণার গায়ে জমকাল পোশাক ঝলমলিয়ে উঠবে।
নতুন ঘাসের বনে আগাছার হিন্দোল জাগে,
রঙ্গিন প্যাণ্ডেলে যেন স্বর্গসুখের মুখে নিত্যদিনের ব্যবধান রচিত হয়।

অঞ্জলির ফুলের সাথে মায়ের পায়ে প্রত্যাশা ঝরে পড়ে
সওয়ারী নিয়ে শহরতলি চষে সুমোর মাইলেজ বেড়ে যায় পেটের খিদের আহ্লাদে,
কয়েকটা দিনে বিচ্ছেদী সময়ের অনুপ্রবেশ সাময়িক যতিচিহ্নে,
প্রাত্যহিক দিনলিপিতে আলোকময় দ্যুতির আবির্ভাব পদ্ম দিঘির জলে
শহরের চতুষ্কোণেও আলোর মশাল জ্বেলে আমুদে প্রতিফলন পোশাকি জাঁকজমকে।
তারপর শিউলি ঝরা ভোরে শারদযামিনী খুঁজে বেড়াবে নিজের অস্তিত্ব আর --
পরিত্যক্ত এঁটোকাঁটার আঁস্তাকুড়ে হারিয়ে যাবে কয়েকটা দিনের প্রাণের উৎসব..

প্রণতি

- বিভাংশু মাইতি

শিশির-সিক্ত স্মিত শতদল
মধুর মলয়ে শেফালি সুবাস
অপরূপ রূপে সেজেছে ধরণী
আনন্দে দোলে শ্বেত কুশ-কাশ।

অরুণ আলোয় মেখেছি এ মন
ত্রিকুটি ভাবোজ্জ্বল
সহস্রা-দ্বার রেখেছি খুলিয়া
সাজায়ে শ্বেতোত্পল।

এসো এসো আজ এসো মনোরাজ
এসো হে বিশ্বস্থপতি
থাকো তুমি থাকো মনোমালঞ্চে
জানাই আভূমি প্রণতি।

বাংলার পুজো

- মৌটুসি মিত্র গুহ

পুজো মানে - ঘন নীল নীলিমায়
মেঘেদের আনাগোনা,
শ্বেত শুভ্র কাশফুল দেখে
মন হয় আনমনা!
পুজো মানে - আকাশে বাতাসে
আগমনীর সুর,
ঢাকে কাঠি পড়তেই মন
আনন্দে ভরপুর!
পুজো মানে - মনমাতানো সুবাস মাখা
শিউলির শুভেচ্ছা,
মনের মাঝে জমা আছে
কত শত ইচ্ছা!
পুজো মানে - নতুন পোশাক
সাজো সাজো রব,
উঠছে মেতে বৃদ্ধ যুবা
কচিকাঁচা সব!
পুজো মানে - ঘরের ছেলের
ঘরে ফেরার পালা,
হাসি মজায় সবার সাথে
কাটবে যে এই বেলা!
পুজো মানে - চারটি দিন
কাজ থেকে ছুটি,
দুঃখ ভুলে গিয়ে সবাই
খুশি মজা লুটি!
পুজো মানে - ভক্তি মোদের
দুর্গা মায়ের প্রতি,
সঙ্গে আছে গণেশ কার্ত্তিক
লক্ষ্মী সরস্বতী!
পুজো মানে - কড়জোড়ে মায়ের পায়ে
নত মোদের মাথা,
দাওনা মাগো ঘুচিয়ে এবার
সবার যত ব্যথা!
পুজো মানে - আলোয় মোড়া মণ্ডপ সাজে
মাতবে ওলি গলি,
ট্র্যাডিশনাল বাঙালি পোশাকে
অষ্টমীর অঞ্জলি!
পুজো মানে - গল্প হাসি আড্ডা আর
অনেক ছুটোছুটি,
এরই মাঝে চলবে কোথাও
প্রেমের খুনসুটি!
পুজো মানে - ঝগড়া বিবাদ ভুলে হবে
পেটপুরে খাওয়াদাওয়া,
হারিয়ে যাওয়া বন্ধুদের
আবার ফিরে পাওয়া!
পুজো মানে - সিঁদুর খেলার পরেই
আসে বিসর্জনের পালা,
বিষণ্ণতায় ভরে ওঠে মন
এল যে বিদায় বেলা!
পুজো মানে - মিষ্টি মুখ আর
চলবে কোলাকুলি,
খুলবে এবার প্রণাম আর
আশীর্বাদের ঝুলি!
পুজো মানে - আনন্দের এক
মহা মিলন মেলা,
প্রতি বছর বাপের বাড়ি
মায়ের আসার পালা!

একটি কবিতা আসছে

- মৌলিক মজুমদার

একটি কবিতা আসছে,
আসছে শরতে,
হইচই তাই পাড়ায়
বাজারে হট্টগোল,
যুবক যুবতী নিটোল
রূপটানে শেষ পোঁচ
বুড়ো দাদুটিও খুশি,
আমিত্তি খাবে রোজ,
একটি কবিতা আসছে,
সময় বড়ই কম
কুমোড় পাড়ায় ভীড়
কাজ চলে হরদম!
একটি কবিতা আসছে
তাই ছোট্টো মিষ্টি কুকু
মায়ের হাতটি ধরে-
নতুন জামা গায়,
খুশিতে উছলে পড়ে।
একটি কবিতা আসছে
তাই উটকো পথের ছেলে
তার চোখেতেও আলো,
সুখাদ্য ডাস্টবিনে!
একটি কবিতা আসছে,
শহর কবিতাময়,
অজ গাঁ, শহরতলী,
একটি গোটা জাতি-
একটা পুরো দেশ-
হটাৎ কাব্যময়,
একটি শারদ প্রাতে-
একটি কবিতা আসবে!

মা দূর্গার সাথে ফোনালাপ

- সৌমিত্র দে

ও আবার আসবি?-
কি কাজ এসে, ভালোই আছিস স্বামীর দেশ,
এইতো সেদিন এসেই গেলি বছরটাও হয়নি শেষ।
স্বামী আছে ছেলে আছে তাদের নিয়ে থাকনা মা-
আমি হেথা ভালোই আছি আমায় নিয়ে ভাবিস না।
দিনটা আমার ভালোই কাটে রাত্রিটাও মন্দ নয়
বেতন যা পাই দু চার টাকা তা দিয়েই সব হয়।
কি বললি?-
ও আসতেই হবে। বেশ তবে আর বলবো কি,
আসবি যদি একাই আসিস ছেলেপুলে আনিস নি।
তাছাড়া তুই জানিসই তো কেমন কেমন সবকিছু
এই তো সেদিন গুলশানেতেই মরলো মানুষ বেশ কিছু।
তাই বলি শুন একাই আয় মা ঝামেলার আর কি দরকার
পরে নাহয় সবাই আসিস সময় করে আরেক বার।
ও তাই বল;-
আসবি তবে ছেলেপুলে সব নিয়ে,
বেশ তবে শুন পারিস যদি পেটুকটাকে আনিস নে-
জানিস তো তার খাবার দাবার একটু তো নয়, বেশ বেশি;
চালের দাম কত জানিস পঞ্চাশ টাকা এক কেজি,
তাই বলি শুন নন্দী আছে তার কাছেতে আয় রেখে
তোর কোন ভয় নেই মা সেই রাখবে বেশ দেখে।
এই সেরেছে।-
নন্দী ভিঙ্গী তারাও আসবে? বলিস কি!
কৈ আগে তো কোন কালে আসতে তাদের দেখিনি।
ঘরটা আমার জানিস তো মা রুম মাত্র দুইটি
তারা যদি আসে সাথে তাদের কোথায় শুতে দি।
তাছাড়া দেখ তাদের যা রূপ কোথায় কখন কি করে
কে যে কখন জঙ্গি ভেবে র‍্যাবের কাছে নালিশ দে।
ও তাই বল;-
বেশ তবে আয় ষষ্ঠীর দিন সকালে
ফিরতি বাসে আমিই নাহয় তুলে দেবো বিকেলে।
আমারও তো সংসার আছে জানিস তো তুই সব কথা
কেমন করে পাঁচটা দিন মা কাটাই করে তোর সেবা।
তাছাড়া তোর স্বামী আছে তার কথাটা একটু ভাব
তোকে ছাড়া চলবে কি তার পাঁচটা দিন জলখাবার।
বলছিস কি!-
মহাদেব? ও সেও আসবে তোর সাথে।
তার থেকে শুন মুগুর এনে আমার মাথায় বাড়ি দে
মরতে মরতে বেঁচে আছি তার উপরে খাড়ার ঘা
এই না হলে তুই পাষানী এমন তবে আমার মা।
বেশ তবে আয় যা আছে মোর সবই দেবো তোর পায়ে
আমার কথা একটু শুধু রাখিস তবে তোর মনে।

আগমনের শারদীয়তা

- মোঃআবুল কালাম আজাদ

দেখ দিগন্তে নামে যেন রূপের আলো
রাত-দিন মায়াবী রঙিন শরতে ভালো।
হাসিছে দেখ গিরী-নদী, জমিন-আকাশ
নির্জনে পশুপাখি গুনগুনিয়ে গাইছে যেন
স্নিগ্ধ নির্মল বাতাস।।
কালভাদ্রে দেখেছি বারমাসের তের পূজা
কত, ধর্ম ভিরুতায় গোড়ামি শত অন্যায়
অবিরত।
কালের সাপেক্ষে কালি দূরের জন্য দূত
মহামনিষি; রূপের আড়ায় বেঁধেছিল যেন
শত জন্মের শত উৎসবে উদীয়মান লাল
রঙের সূর্যকে করেছিল সাক্ষি।
একটাই মা মোদের অভাব রাখে না কোন
আলো, বায়ু, প্রাণ জলে রেখেছে ভালো।

বৃষ্টিতে গায়ের বধু কৃষানির আঁচলে ভেজা
পানি,সেই সাথে মাঠে সবুজ ধানে সোনালী
রঙের ঝলকানি।
কৃষক হৃদয় তব নেশায় মেতে প্রিয়সিকে
দেখে দেয় মিষ্টি হাসি, যেমনি এই সুন্দর
প্রকৃতি তেমনি যেন তুমি!
রূপ মাধুর্যে সাবলীল মা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী
দেবী।
কোথায় গেলে বউগো ললিতা দাস, দেখনা
প্রকৃতিতে বাঁজছে যেন মা দুর্গার আগমনের
আবাস!
ধান উঠবে ঘরে এবার তোমায় দেব শাড়ি
দুর্গা পূজাই যেতেও পারি তোমার বাপের
বাড়ি।
চারিদিকে আজ মৃদু বাতাস স্নিগ্ধ নীল আকাশ
ঋতুরূপের গন্ধে মাখা চাঁদনি রাতে শিশিরে
ভেজা সবুজ দুর্বাঘাস।
আয়রে মাগো কৈলাস থেকে মর্ত ভূমি,
আয়রে তুই আমার বাড়ি আয়; সাজাব এবার
শারদ অর্ঘ্যে মন্দিরে, ঘটে নিয়ে অম্রপল্লব আর
তুলসি পাতায়।
থাকবে সবে সন্তান তব তোমারই আরাধনায়
দশভূজা, আদ্যাশক্তি, মহিষমর্দিনী, মহামায়ার
আগমন বার্তায়।
ষষ্টি আর সপ্তমিতে দেখব তোমার মুখ,তোমায়
পাওয়ায় করবে কত বাহানা, অষ্টমিতে করব
আরাধনা, চাইব সবাই সবার শুভ কামনা।
তারপর নবমীতে নাচে গানে করবো মজা,
করবো মোরা আরতি।
দশমিতে দেব বিদায় যাবি শ্বসুর বাড়ি, কাঁদবে
সবে শান্তির আড়ায় মায়ের আঁচল ছাড়ি, দেব
প্রতিমা বিসর্জন;
স্মরিয়া স্মৃতিস্তম্ভে মায়ের আসা-যাওয়ার কীর্তি,
দেখবে সর্বজন।

উৎসবে মেতেছি আজ

- অতনু দত্ত

উৎসবে মেতেছি আজ, উৎসবে মেতেছে মন প্রাণ,
মা এলেন ঘরে ফিরে চতুর্দিকে পবিত্র আঘ্রান।
আকাশে খুশীতে হাসে ভেসে থাকা পেঁজাতুলো মেঘ,
দুধ সাদা কাশফুলে বুকে ঘন আনন্দ আবেগ।

দূঃখ আছে ব্যথা আছে, আছে শোক , তবু বরাভয়
মা আছেন অন্তরে, নেই ভয় নেই পরাজয়।
অসুর নিধন হোক মায়ের সুতীক্ষ্ণ ত্রিশূলে,
মনেতে অসুর বাস, উৎখাত হোক সে আমুলে।

আলোয় সেজেছে দেশ, চারিদিকে কত রোশনাই,
ফুটেছে ঢাকের বোল, এরই মাঝে যার কিছু নাই
সেও যেন ভালো থাকে, তারও হোক দুঃখের শেষ
মায়ের আশীর্বাদে ঘুচে যাক যত কষ্ট ক্লেশ।

এসেছে পবিত্র ক্ষণ, বাতাসে মায়ের আগমনী,
সমীপে দুর্গা মাতা, মহিষাসুর মর্দিনী।
পূবাকাশে সোনা রবি মুছে দিক ঘোর অমারাতি,
চলো না সবাই মিলে শারদীয়া উৎসবে মাতি।

পুজোর মাতন

- হরেকৃষ্ণ দে

শরৎ এলো
ঘাস ভিজলো
শিউলি উঠলো ফুটে।

মেঘ সরিয়ে
মন হারিয়ে
কাশের বনে জুটে।

নতুন আশা
সবার ভালোবাসা
আলিঙ্গনের পরশ থাকবে মাথা।

দুঃখ গুলো
মলিন ধূলো
কাটবে মনে সকল জমা রাখা।

কাশের বনে
শুভ্র মনে
আলোর ছড়াছড়ি।

নতুন পোশাক
হৃদয় খোরাক
শুধু প্রাণের জড়াজড়ি।

আসলো পুজো
সদাই সাজুগুজো
মায়ের পরশ লাগুক মাথায়।

ঢ্যাং কুড়া কুড়
ঢাকের ভুড় ভুড়
পুজোর মাতন লাগলো জীবন পাতায়।।

দুর্গতি অবিনাশ

- আরশাদ ইমাম

দুর্গা কেন এলেন আবার চলেও গেলেন ফিরে?
আনলেন কি, রাখলেন কি, কী-ই বা গেলেন ছেড়ে?
কি ছিল তার নেয়ার কথা? কি ছিল রাখবার?
পূজো শেষে কী অবশেষ, কে আছে দেখবার?
কেনো এলেন ঘোড়ায় চলে নক্ষত্র কি বলে?
বাহন বদল করার জন্য প্রচেষ্টা কি চলে?
গজ ছাড়া নৌকো, ঘোটক, দোলার কি দরকার?
জানেন তিনি আরো জানেন আদিত্য সরকার।

ফি বছর তো আসেন তিনি, দুর্গতি নাশ শেষে
ভাসিয়ে চলে যান আমাদের আশ্বাসে আশ্বাসে!

যাবার পরে মন্দিরেতে ভাংছে যে প্রতিমা
ধর্মষন্ডা কল্লা নিচ্ছে মা কি তা দেখেন না?
হাত পা তুলে, মানব ভুলে ঘুমোন বছর ভ' রে?
তবে কেন আছেন হাতে ব্রহ্মাস্ত্র ধরে?
বিষ্ণু কি শিব, ইন্দ্র তেজের প্রবাহ নিস্তেজ
উগ্রচণ্ডা, ভদ্রকালী দুর্গার কাল শেষ?
বয়সভারে জর্জরিত, আর চলেনা বাহু
মরে না আর মহিষাসূর, মরে না আর রাহু!

এসব প্রশ্ন রাখতে মানা, মর্যাদা নেই বলে
মূর্তিভাঙ্গা বাহিনী এর মজা নেবে তুলে।

তারচে' ভালো আসুন করি আদিত্য বন্দনা
যার করুনায় দেবীর পায়ে পার্থিব ভঞ্জনা
পূজো করি মহাশক্তি যায় না ছোঁয়া যাকে
মানব জাতির ধারণারও বাহিরে যে থাকে
অথবা হয় খুবই ভালো জানি যদি সব
নক্ষত্র ফেলছে প্রভাব, বাড়বে বিপদ, ক্ষোভ
ঘটার আগেই হোক সমাধান, সেটাই সবচে' ভালো
এই পৃথিবী মানবিক হোক, মনে আলো জ্বালো।

আবাহন

- দীপঙ্কর

অফুরান শূন্যতা মেখে বসে আছি মেঘ।
শারদ সকালের রৌদ্র থেকে জন্ম
এক খণ্ড ইচ্ছের কাছে পরাভূত।

ছায়ার ঘুম থেকে পাখি উড়ে গেলে
চিবুকে জমে থাকে দীর্ঘশ্বাস। হে ঈশ্বরী
কাশ বনের শুভ্রতা নিয়ে
এক বিকেলে এসো।
এসো, জলের মুগ্ধতা রেখে প্রপাতে
ঝরনা।
না হোক নাম তোমার।
চুল এলিয়ে মেঘবতী হয়ে
একটা যাপন। আদ্যপ্রান্ত সমুদ্র হয়ে।
আদিগন্ত থেকো।
নোনা রঙের ভাজে কাঁকড়া জীবন
এ অসীম বালিশূন্যতা।
মাঝে ইচ্ছে মেখে বসে থাকি।
এসো,
আলপনা।
পদ্মের কোরক।
সাঁঝবাতির আলো।

জীবনের উৎসব নিয়ে জীবনের কাছে এসো।

উৎসবের দিনগুলো

- পলাশী মাল

এলো রে আবার ফিরে
বাঙালির সেরা উৎসব
এলো রে আবার ফিরে
কলকাতার মহোৎসব।

ঘরে ঘরে নতুন আনন্দ
আজ আর নেইকো দ্বন্দ্ব
খুশির দিনে বাঙালি বিভোর
পুলকিত আজ প্রতি রন্ধ্র।

কেনা-কাটির ধুম পড়েছে
দোকানে তাই সেল লেগেছে
পার্লারে ঘন্টা লাইন দিয়ে
রুপের নতুন রং খুলেছে।

কত কিছু ই রঙ্গ মাগো
বাপের বাড়ি এসে দেখো
চারদিনে তোর চ্যালাগুলো
ফ্রি তে কত নেট ফুরালো।

খুশি আজ পথেরও শিশু
সেও বুঝি পাবে ভালো কিছু
হয়তো একটু ভালো খাবার কিম্বা
ধণীর বাতিল জামা পরবে আবার।

শরৎ

- পল্লব চৌধুরী

শরৎ এসেছে শারদা নিয়ে
ছুটিছে খুশীর হাওয়া ;
প্রভাত বেলা দূর্বা শাখে
শিশিরের আলো-খেলা।
শিউলির মন উথাল পাথাল-
পড়ে ঘাসেতে লুটিয়া।
মৃদু সমীরণ বহে অনুক্ষণ
চামর দুলায় কাশ'এ ;
জল-হারা মেঘ ভাসে আকাশে
'আজিকে ভবঘুরে তা'রা '।
পল্লীর বধু নাইয়র চলে
শাড়িতে জড়ায় চোরকাঁটা ;
এমন সুখের-দিনে আমলকী গো
ছাড়ো তোমার কাঁদাকাটা।
স্বচ্ছ আজিকে রুকনির জল
কঠিন যে মাছ ধরা।
ক্ষীণ জালে ধীবর ছুটে
ঘরেতে যে আছে
ছোট্ট মেয়ে ; চাই তার
পূজোয় নতুন জামা।

"যে দেশে সাহিত্যের অভাব সে দেশের লোক পরস্পর সজীব-বন্ধনে সংযুক্ত নহে – তাহারা বিচ্ছিন্ন"।

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

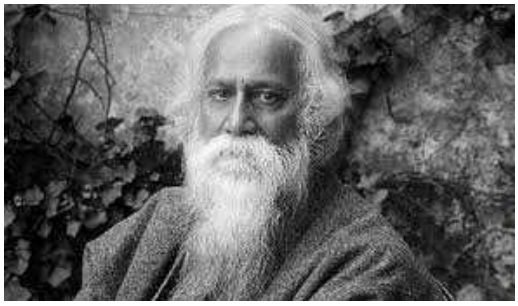

"প্রেম হল ধীর প্রশান্ত ও চিরন্তন"

- কাজী নজরুল ইসলাম

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুনঃ-

সরাসরি মঞ্চে আবৃত্তির অনুষ্ঠানের জন্য যোগাযোগ করুন –

সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়

দূরাভাষ 9830349475

স্বজন কবিদের কবিতা

দেবী মায়ের প্রতি

- শিমুল শুভ্র (উদ্যমী কবি)

ঢাক ঢোল আর শংখ বাজে
আনন্দময়ী আসার উল্লাসে,
অসুর বংশ ধ্বংস করবে
প্রতিমা আড়ালে দেবী হাসে।

আরতি করে মানব জাতি
অন্তর্দৃষ্টির কোমল মনে'তে,
আকাশ বাতাস বইছে সুবাস
দশভুজা মায়ের অষ্টমীতে।

তাথৈ তাথৈ চৌ নাচ নাচে
আজ সৃষ্টি-সুখের মণিপুরে,
ধরাধামে আলোর মিছিল
জগত জননী আর কত দূরে।

ত্রিশুল মারো অসুর বক্ষে
অত্যাচারির শেষ খেয়াতে,
অদ্ভুত আঁধার পৃথিবী আজ
কত দেরি রাত পোয়াতে।

সাঙ্গ করো তাঁর অহং লীলা
বাঁচাও সর্বহারা মানবে'রে,
ঝড়ের দিনে রৌদ্র উঠুক
অসুর নিধনের সরোবরে।

দুর্গা

- ফয়েজ উল্লাহ রবি

সর্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে
শরণ্যে ত্রম্বকে গৌরি নারায়নী নমস্তুতে।

বিন্ধ্যবাসিনী রক্ষা করো
বিপন্ন এই জাতি
ঊষার আলো অগ্নি হয়ে
ছড়াও দেবালয়।

মহিষাসুর ঘুরে এই সমাজে
আজও আছে শুম্ভ-নিশুম্ভ
আবার পাঠাও মহিষমর্দিনী
ফুটুক নতুন করে নব আলো।

মুছে ফেল অন্ধকার যামিনী
আলোর মিছিলে সামিল করো,
গুরাকা জনপদ জাগাও সাহস
অঘ বির্সজনে, আনো সাফল্য।

সুখী করো শান্তি করো
শান্ত করো এই মহি,
কমলাকর থেকে দূরে রাখ কদর্য
মেধ্য মম সৌন্দর্য আনো স্বর্গ।

ইলার মাঝে ছড়াও
পরম আদর পরেমেশ্বর,
সর্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে
শরণ্যে ত্রম্বকে গৌরি নারায়নী নমস্তুতে।

মাতাল সুখ

- পল্লব

আজ জীবন সুখের হিল্লোলে
এই প্রাণ দোলে এই মন দোলে,
আজ হিমেল হাওয়া ঢেউ তুলে যায়
মন বাগিচার ঝাউতলে।

আজ নাচবো রে আজ নাচবো রে,
আজ নাচের মাঝেই বাঁচবো রে,
আর নতুন তালের ঝংকারে আজ
নতুন রঙে সাজবো রে।

সব কষ্ট ছিঁড়ে কষ্ট ফুঁড়ে
জাগলো প্রাণের কোন আলো!
আঁধার ছিঁড়ে জাগলো এ কোন
স্বপ্ন নতুন জমকালো!
সেই স্বপ্নে আমি বিভোর হয়ে
থাকবো ডুবে থাকবো রে,
দুঃখ-শোকের জীর্ণ জরা
স্বপ্ন দিয়েই ঢাকবো রে।

আজ দিলেম সকল বাঁধ খুলে,
সব দুঃখ গেলাম আজ ভুলে,
আজ মাতাল সুখের প্রলয় নাচন
যাক এ মনে ঢেউ তুলে।

এই পুজোতে

- অজিতেশ নাগ

কাঁদিস নে মন হাসতে শেখ,
দুঃখস্রোতে বেদম ব্রেক,
সন্ধ্যে হলেই পুজোর মুখে পাড়ার মোড়।
পাগল কবির পাগলা মন,
প্রেম ঘনিয়ে উদ্গিরন,
ঝালমুড়ি আর লঙ্কাকুচোয় কথার তোড়।
সুন্দরী সব মেয়ের চোখ,
চোখ বুজে খা মায়ের ভোগ!
একটু বেচাল হলেই কমবে কর্মক্ষম।
রাস্তাঘাটেই শতেক দেবী,
অবোধমুখে তুই যে বেবি,
সব মেয়েকেই মা ভেবে হ' হতোদ্দ্যম।
অভ্যেসে হাস কান্না ভোল,
পুড়ছে বারুদ উড়ছে খোল,
তোর জন্য সাদা পাতায় থাক বাসা।
কেউ দুর্গা, কেউ ষোড়শী,
কেউ কচিমন অষ্টাদশী,
বাঘছালে তুই শিব সেজে হ' শাহেনশা।

এই আকাশে দুগ্গা পুজো

- দিলীপ চট্টোপাধ্যায়

ঝিলমিলি রোদ -
লতা পাতার ফাঁকে,
আশেপাশে অন্য যাদের লন ;
ভেদাভেদের লম্বা পাঁচিল আমার অহংকার ।
সময়-ফাঁদে খাঁচায় বন্দী -
কলাপাতায় নতুন টিয়া,
মরমীয়া হিয়া ;

সব কথা শেখা শেষে
লজ্জা কিসে ।
আজ বাদে কাল মা দুগ্গা,
আসছে বাড়ীর পাশে,
স্বাধীন আমি সুদূর নীলে ।
টিয়ার ঠোঁটে তোমার সনেট
রঙ হয়েছে ফিকে ;
আগমনির আরতি নাচ,
সঙ্গী চেয়েছিলাম ;
এলে তুমি রাতের বাউল হয়ে ।

মাঝে মাঝে রোদ বাঁচিয়ে
কটা সকাল -
বাজে ঘন্টা পাড়ার মন্দিরে ।
কাঁপে বাতাস -
সুড়সুড়িতে, কড়া নাড়ে হাঁফানো শ্বাস ;
ঢাকঢোলে কাঁসর ঘন্টা
শিথিল যখন হাওয়া শীতল
অনুকবিতা - কাকাতুয়া অর্নগল ।

পলেস্তারা অটুট বাঁধন
ভাঙছে যখন
মরুভূমির ঝড় ;
ঘোড়ার ক্ষুরের ধুলো ভরা আঁধির আকাশ -
অঞ্জলি ফুল হাতে নিয়ে চাই না দয়া ।
বর্জবাণে বৃষ্টি নামুক অহংকারে ;
বর্ষাশেষে কাকাতুয়া বলবে সনেট ।
বিভেদ ভুলে
ঝিলমিলি রোদ লতাপাতার ফাঁকে -
তোমার জিভ ভিজিয়ে যাবে আমার ঠোঁট ।

হেমন্তের কোলে শরৎ শেফালিকা

- অনিরুদ্ধ বুলবুল

স্মৃতির ডালিতে আছে নস্টালজিক তাড়ণা
সুমধুর স্মৃতি ভাসায় কখনো সুখের বাসরে
পুরাতনে পাই সুখ, পাঁজি ঘেঁটে খুঁজি বেদনা।
সকরুণ স্মৃতিকণা করে স্নান বেদনার পুকুরে।

কোথা সে চোখ আজ কোথা সেই প্রাণ
একদা যে চোখ হেসেছিল হেমন্তের ধানে
কোথা সে স্মৃতির রেখা আজো অমলিন
চিত্ত ফুঁড়ে গেয়ে ওঠা কিষাণের গানে!

আজো কি তা অপরূপ শিশিরের ঘামে
আধো-হিমে গুন্ঠিতা, জাগে নবান্ন উৎসবে?
চম্পাবতী পালাগানে আনন্দ বাদল নামে
লাজ-ভীরু পায়ে নিশি হরষে জেগে রবে।

শিশির পাতায় ভোলে স্মৃতি শরৎ প্রভাত
ঋতুরাজের অগ্রজ তিথি চেতনা জাগালো
হৈমন্তীর প্রিয় অনুরাগে ভেসে যায় রাত
পাতার মর্মরে রঙিন ঊষা উন্মন হলো।

নিশিভোরে প্রশান্তিকা শরতের শারদ টিকা
অধরে পরেছো টিপ অরুণের রক্তিম শোভা
শিশির পরশে হলে সত শুভ্র শেফালিকা
মোহিনী হাসিতে ছড়াও জাফরানী আভা।

বিসর্জন

- তানজিলা ইয়াসমিন (পূরবী কবি)

শেষ ট্রেনটাও গেল তার গন্তব্যে।
আজো তুমি এলে না।
শেষবার বলেছিলে; এই পুজোতে তুমি ফিরবে,
সেই থেকে অপেক্ষায় - হয়তো ফিরবে তুমি।
এটুকু আশা নিয়েই আজো পথ চেয়ে...
তোমায় মনে পড়ে; ধুলো পায়ে পাশাপাশি হেঁটে চলা -
আজো যত্নে আগলে রেখেছি তোমার দেওয়া
পুজোর মেলা থেকে কেনা রেশমি চুড়ি।
বছর ঘুরে সেই পুজো আবার ফিরল
নতুন আনন্দ আজ শরতের বাতাসে।
শুধু আমি অপেক্ষায় তোমার ফেরার আশায়।
ফিরে এসো একবার;
নয়তো দশমীতেই বিসর্জন হবে তোমার প্রিয়ার।

অকাল বোধন

- স্বপন কুমার মজুমদার

ষষ্ঠীতে মার বোধন নাকি,
তবে কেমন ক'রে -
পঞ্চমীতেই দেখতে ঠাকুর
লক্ষ লোকে ঘোরে !
চতুর্থীতে পঞ্চমীতে
থাকবে ভীষণ তাড়া,
মন্ডপে আর মঞ্চে রঙিন
সজ্জা হবে সারা।
মুখটি মায়ের থাকবে ঢাকা
এমনটাই রীতি।
দেখা যাবে ষষ্ঠীতে মুখ
আসলে শুভ তিথি।
ক'রে ছিলেন অকাল বোধন
রাম তো প্রয়োজনে,
হুট ক'রে তা ভিআইপি-দের
যেই পড়েছে মনে -
ভাবছে বোধহয় ভাঙতে রীতি
কম কিসে যায় তারা !
চতুর্থীতেই তাই কি মায়ের
অকাল বোধন সারা?

শারদ গীতি

- সহিদুল হক

কোথায় আছিস? বন্ধ মুঠোফোন!
তোর সাথে যেতে চাই জনহীনে
সাতটি বার্তায় সেদিন গলেছিল মোম
আজ জ্বালাবো বাতি,রাতে নয় দিনে।

তুফানের ঝাপটায় দোলে কাশবন
রোদও আজ সোনা বহুদিন পর,
নদীটার ঐ পারে খুঁজে নিই নির্জন
বালুচর পেরিয়ে চল্ বাঁধি ঘর।

সুরতো দিয়েছি, গানটা কি গেয়েছিস?
না কি দ্বিধা?যদি থেকে যায় জের!
সাত বার্তা তো আগেই পেয়েছিস
এবার না হয় নিয়ে নেব সাত ফের।

অন্য নারী

- মিমি

তোমায় ভালবেসে আমি
স্বর্গ গড়তে পারি ,
চাইলে তুমি , তোমাকে আমি
নরকও দেখাতে পারি ।

আমার নরম হৃদয় নিয়ে
কোর নাকো ছেলেখেলা
প্রয়োজনে আমি দুর্গা হতে
কাটাবো না কাল বেলা ।

বন্ধু ভেবে তোমার দিকে
বাড়িয়েছিলাম হাত
মুখোশ তোমার তুমিই খুলেছ
বিনা মেঘে বজ্রপাত !

আজ প্রভাতে পেয়েছি আমি
নব জন্মের দিশা
নতুন সূর্য নতুন সকাল
মুছে গেছে অমানিশা ।

খুশির পুজো

- সুখেন্দু মাইতি (বিনোদ কবি)

এলো পুজো খুশির পুজো মন মতাবার দিন ,
শরত মেঘে সাদা হলো মাস যে এলো আশ্বিন ।
দুর্গা পুজো কালী পুজো লক্ষ্মী পুজো মাঝে ,
ঢাই কুড়-কুড় নাই কুড়-কুড় ঢোল-কাঁসি বাজে ।।

শিউলি ঝরে শিশির পড়ে ভরের বেলা হলে ,
নদীর কূলে হাওয়ায় দুলে কাশ ফুলে ফুলে ।
পূজার ছুটি ভারী মজা হাসি খুশির এই দিন ,
আসবে কুটুম ঘরে ঘরে জামা কাপড় নবীন।।

জাগো মা

- তপন দাস

শরৎ কালে
শিউলি ফুলে
দ্যোদুল দুলে
উঠলো যেন মন
মনের ভুলে
খোলা চুলে
হাওয়ার তালে
পুজোর বৃন্দাবন।
সকল কাজে
বাজনা বাজে
হৃদয় সাজে
মায়ের আগমন
ধরার বক্ষে
মাতৃ পক্ষে
মোদের বক্ষে
অসুরের নিধন।
আজও কত
দানব যত
অসুর শত
মায়ের দেখা কই?
মা কী তবে
নীরব রবে
অসুর সবে
দাপিয়ে বেড়ায় ওই।
গরীব দুখী
থাকে ভুখি
ধনীর সুখই
বড়ো মা তোর কাছে ।
পুজোর তরে
ঘরে ঘরে
দাদারা ধরে
চাঁদার জুলুম আছে।
ধনীর ঘরে
পার্টি করে
চিয়ার্স করে
সঙ্গে থাকে নারী,
তুলছে চাঁদা
গিলছে গাদা
খুনি দাদা
নইলে পুড়বে ঘরই।

নিঃসঙ্গ ঈশ্বর

- প্রনব মজুমদার

কিছু জল কিছু মাটি
সাজিয়েছেন পরিপাটি।
তাতে মিশিয়ে আগুন
নাকি হলুদ ফাগুন
ভরেছেন প্রাণবায়ু।
শেষমেষ দিলেন মনময় আকাশ
হয়তো দেখবেন বলে নিজস্ব আভাস।
বান্ধব হবে ভেবে বানিয়ে মানুষ
ঈশ্বর বড় ভুল করেছেন,
আজও তাই নিঃসঙ্গ ঈশ্বর।
অন্তর থেকে দূরে
মানুষ রেখেছে তাঁকে একাকী করে
মন্দিরে- মন্দিরে।

দুর্গতিনাশিনী

- সুবীর কাস্মীর পেরেরা(বৈরাগী কবি)

আজ যে শিশুটির মুখে জুটেছে এক মুঠো অন্ন;
আজ যে শিশুটির গায়ে নেই এক টুকরো কাপড়
আজ যে শিশুটি নির্যাতনের ক্ষত চিহ্ন সারা গায়ে
আজ যে শিশুটি হয়েছে ধর্ষিতা, কোন এক গাঁয়ে
আজ যে শিশুটি হয়েছে পিতৃ-মাতৃহীন
আজ যে শিশুটি ভুমিষ্ঠ হবার আগে হয়েছে খুন
আজ যে শিশুটি ডাক্তারের অবহেলার শিকার
আজ যে শিশুটি শিক্ষা বঞ্চিত,
মা, আজ শুধু তুমি তাদের;
তাদের দুর্গতিনাশের মা তুমি
নিত্য সহায় হও, তাদের পূজা অর্চনায়।

শুভ্রতার শরৎকাল

--সুহেল ইবনে ইসহাক

গাঢ় নীল আকাশ, সোনা ঝরা রোদ,
দক্ষিণ দিক হতে উত্তরে শিমুলের তুলোর মতো
ভেসে চলা সাদা মেঘের ভেলা। নদীর ধারে মৃদু মন্দ
বাতাসে দোল খাওয়া সাদা সাদা কাশফুল।
সাদা বক, পাখ-পাখালির দল মহা কলরবে
ডানা মেলে আকাশের উজ্জ্বল নীলিমার প্রান্ত
মালার মতো উড়ে চলা। বাঁশঝাড়ে বাচ্চা তুলা কালো ডাহুক,
বড় পুকুর ধারে জারুল গাছে বসা মাছ শিকারী মাছরাঙা,
বাতাসে ছোট ছোট ঢেউ তুলে নদীতে পাল তুলে চলা নৌকা,
মোহনীয় চাঁদনী রাত। মায়াবী পরিবেশ।
আঁধারের বুক চিরে উড়ে বেড়ানো জোনাকীরা,
চারদিকে সজীব গাছপালার ওপর বহে যাওয়া মৃদুমন্দ বায়ু,
শিউলী, কামিনী, হাসনাহেনা, দোলনচাঁপা, বেলী,
ছাতিম, বরই, শাপলা, জারুল, রঙ্গন, টগর,
রাধাচূড়া, মধুমঞ্জুরি, শ্বেতকাঞ্চন, মল্লিকা, মাধবী,
কামিনী, নয়নতারা, ধুতরা, কল্কে, স্থলপদ্ম, কচুরী,
সন্ধ্যামণি, জিঙে, জয়ন্তীসহ নাম না জানা
নানা জাতের ফুলের গন্ধে মৌ মৌ করা বাতাস।
চারপাশের শুভ্রতার মাঝে বৃষ্টির ফোঁটা, বৃষ্টিশেষে আবারো রোদ।
দিগন্তজুড়ে সাতরঙা হাসি দিয়ে ফুটে ওঠা রংধনু।
এ দৃশ্য শুধু এক ঋতুতেই চোখে পড়ে।
সে শরৎ, শুভ্রতার ঋতু। মোহনীয় ঋতু।

সুর-অসুর

- বিভূতি দাস

আর কতকাল রাখবি মাগো এমন তর মুখ্যু করে
গুনিজনে ঠকিয়ে গেল বিদ্যে-বুদ্ধির অমোঘ জোরে
কথার চালে উল্টে পাশা, দান জিতছে ধমক মেরে
হেঁয়ালির পিছনে কি, মাগো অর্থ বুঝি কেমন করে
তুই নাকি মা সব জানিস, সবই আছে করতলে
বিদ্যে টুকুই চাইছি মাগো, সত্যি সত্যি কানমলে।।

শক্তি দিয়ে হয়না সব, বুঝেছিলাম সেই মন্থন কালে
কলসি নিয়ে পালিয়ে গেল, ওমা তোর চালাক ছেলে
বুদ্ধিমানের সুপারিশে, বোকারে দিলি সাজা এমন করে
বিদ্যেবিনে কলুর বলদ মরল ঘুরে, জন্ম হতে জন্মান্তরে
নড়ছিনে মা এখান থেকে, যায় যদি প্রাণ যাক চলে
বুঝেছি সরস্বতী সহায় হলে, লক্ষী ওঠেন পাতাল ফুঁড়ে
নূতন পোষাক, সাজের জিনিষ, যাকে খুশী তাকে দিস
চাইনে ওসব মনভোলানো, বিদ্যের জন্য চাই সুপারিশ।।

শারদ শুভেচ্ছায় :-

বাংলা কবিতা

বাংলা কবিতা
কবি ও কবিতার ওয়েবসাইট

www.bangla-kobita.com

অশ্রুতে পূজা

- গৌরাঙ্গ সুন্দর পাত্র

মৌসুমি , মানসিক প্রতিবন্ধী মেয়ে আমার
হারিয়ে গেছে অষ্টমী তিথিতে পূজার মেলায় ,
আজো পাইনি তাকে খুঁজে ,সে তো বলতে পারে না কিছু
নাম কিংবা বাড়ীর ঠিকানা ।
এখনো পূজার ঢাকের বাদ্য শরতের হিমের পরশ
আমাকে বড় বেশি ব্যথাতুর করে
সেই ব্যথায় ঝরে পড়ে পাখির পালক ,
শিউলিও ঝরে পড়ে বেদনার ভারে
অশ্রুসিক্ত হয় পূজা মনের গভীরে ।

পূজার দিনগুলি এলে আমি ব্যথাতুর হয়ে পড়ি
সেদিন আনন্দ নয় ,আমার হৃদয়ে বাজে
বিসর্জন বিদায়ের বাঁশি ,
অনন্ত মৃত্যুর মাঝে সেই সুর মিশে যায় ।
পূজা আসে প্রতি বছর
শুধু আমার মৌসুমি আসে না কখনো ।
বন্ধুরা বলে তুই বড় বেরসিক
তাই পূজার দিনেও তোর বিদায় বাসনা ।
মৌসুমি ফিরে আর আসবে না
কেন তোর মন আজো হয় আনমনা ?

আসলে জেনেছি আমি দুর্গাপূজা নয়
নয় অন্য কোন পূজা ,
মানুষের ঘরে ঘরে আনন্দ যেদিন
সেদিনই তো পূজা ।
পূজার দিনে বেদনার ভারে
আমি একা শুয়ে থাকি ঘরে
মৌসুমির তরে ।

বিজয়ার দিনে

- মিতা চ্যাটার্জী

চারটি দিন পেলাম তোমায় দুর্গতিনাশিনী,
যাচ্ছো তুমি আবার ফিরে কৈলাসবাসিনী।
আছেন সেথায় আশুতোষ তোমার অপেক্ষায়,
সামনের বছর এসো আবার রইলাম প্রতিক্ষায়।

হিমালয় নন্দিনী তুমি শিবের ঘরণী,
আমাদের কাছে মাগো তুমি বিপদতারিনী।
আনন্দে মাতল জগৎ তোমার আগমনে,
বিষাদের সুরে ভাসল ভুবন দশমীর সায়াহ্নে।

বিশ্ববাসী দিল বিদায় সাজিয়ে বরণডালা,
সিঁদুর খেলার সাথে সাথে আসল বিদায় বেলা।
নীলকণ্ঠ উড়ে যায় সুদূর দিগন্তে,
পথ চিনিয়ে তোমায় নিয়ে যায় সে সানন্দে।

দশমীর এই বিদায়ক্ষণে দাও মা আশিস মোদের,
উমাদের আমরা বলতে যেন পারি, ভয় নেইকো তোদের।
বিনাশ করি অশুভকে যেন শুভ শক্তিকে জাগায়,
আর যেন কোন অসুরের দল কামদুনি না ঘটায়।

আগামী দিনের কাব্য ভাবনা

"মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা
অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা ।"

কবিগুরুর এই কথাগুলি মনে রেখে আমাদের আগামী দিনের "উৎসবে মাতি" পত্রিকার বিষয়বস্তু যদি রাখা হয় **"আদর্শের সহাবস্থানে বর্ষ বরণ উৎসব"**, তাহলে কেমন হবে? পুরাতন বছরের জরা, ক্লান্তি, গ্লানিকে পেছনে ফেলে চির নতুনের ডাক দিয়ে এগিয়ে আসছে আরো একটি নতুন বছর – ১৪২৪ সন। নতুন বছর কে বরণ করতে আমাদের এই উৎসব।

উৎসব কথার অর্থই হল মিলন ক্ষেত্র। আর সেজন্য চাই সকল ধর্মের সহাবস্থান। ধর্মের ভিত্তিতেই আমাদের সভ্যতা গড়ে উঠেছে। ইতিহাসের পাতা ওল্টালে আমরা দেখতে পাবো প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা গুলোও ছিল ধর্মের ভিত্তিতে গড়া। বরং ধর্ম শব্দটিকে ব্যবহার না করে বলা যেতে পারে আদর্শ। প্রত্যেকটা সমাজ, প্রত্যেকটা সভ্যতাই এই আদর্শকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, যে ধর্মই সমাজের যাবতীয় সামাজিকতার স্রষ্টা। সব কথার শেষ কথা এই যে ধর্ম ছাড়া যে কোন সভ্যতা অচল। আর বর্তমান বিশ্বে সব থেকে বড় কথা প্রত্যেকটি ধর্মের সহাবস্থান ছাড়া একটি রাষ্ট্র অচল। আর ধর্মের সহাবস্থান মানেই ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের মানুষকে ডিস্ক্রিমিনেট না করা। সব ধর্মের লোকেদের একসাথে থাকা, এক সামাজিক পরিচয়ে বড় হওয়া। সেখানে জাতিসত্বাই মুখ্য, ধর্মীয় পরিচয় গৌণ।

বাংলা শুভ নববর্ষ পয়লা বৈশাখ বাংলা সনের প্রথম দিন, তথা বাংলা নববর্ষ। দিনটি বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গে শুভ নববর্ষ হিসেবে বিশেষ উৎসবের সাথে পালিত হয়। ত্রিপুরায় বসবাসরত বাঙালিরাও এই উৎসবে অংশ নেয়। সেই হিসেবে এটি বাঙালিদের কাছে একটি সর্বজনীন উৎসব। বিশ্বের সকল প্রান্তের সকল বাঙালি এই দিনে নতুন বছরকে বরণ করে নেয় নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে, ভুলে যাবার চেষ্টা করে অতীত বছরের সকল দুঃখ-গ্লানি, হিংসা-বিদ্বেষ, মান-অভিমান। সবার কামনা থাকে যেন নতুন বছরটি সমৃদ্ধ ও সুখময় হয়। আগত ১৪২৪ সনের ১লা বৈশাখ অর্থাৎ ইং ২০১৭ সালের ১৫ই এপ্রিল পালিত হবে। এই উপলক্ষ্যে আমরাও মেতে উঠবো উৎসবে, ধরবো আমাদের কলম। সেকারণেই আগামী দিনের কাব্য রচনার বিষয় হোক "আদর্শের সহাবস্থানে বর্ষ বরণ উৎসব"। যেহেতু আমরা সময়ের সাথে পথ চলি, তাই সময়ের কথা লিখে যাব। আসরের আলোচনা বিভাগে যথা সময়ে বিষয়টি উত্থাপন করা হবে।

সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করি আগামী নতুন বছর যেন আপনাদের জীবনে নতুন প্রত্যাশা, নতুন উদ্যম, নির্মল আনন্দ, সুস্বাস্থ্য, খুশি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনে।

আগামী দিনে আরোও কি কি বিষয় সংযোজন করলে পত্রিকার মান বাড়বে সে বিষয়ে আপনাদের মতামত প্রার্থণা করছি।

– *সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়*